NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মহানায়ক উত্তমকুমার এখনও বাঙালির হার্টথ্রব

পাত্রী খুঁজে দেওয়ার আবদার নিয়ে সটান থানায় যুবক ২

কলকাতা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১ মাঘ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 5.2.2024, Vol.17, Issue No. 234, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আজ, দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দিল্লিতে 'এক দেশ এক ভোট' সংক্রান্ত বৈঠকে তাঁর উপস্থিত থাকার কথা। সোমবার সন্ধ্যায় বিমান ধরে দিল্লি যাবেন। ফিরবেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। দু'দিনই মমতা ভিআইপি রোড ব্যবহার করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার কথা ভেবে সতর্ক পুলিশ ওই সময়ে কৈখালির কাছে মেট্রো রেলের কাজ বন্ধ রাখতে চায়। এ নিয়ে বিধাননগর পুলিশ হাইওয়ে ডিভিশনকে চিঠি দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কৈখালি ও হলদিরামের কাছে ভিআইপি রোডের উপরে মেট্রোর কাজ সোমবার দুপুর ১২টা থেকে এবং মঙ্গলবার দুপুর ২টো থেকে মুখ্যমন্ত্রী ওই এলাকা পার হওয়া পর্যন্ত মেট্রো রেলের নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হোক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই মতো ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ২৪ জানুয়ারি মমতার কনভয়ের মধ্যে আচমকা একটি গাড়ি ঢুকে পড়ায় বিপত্তি হয় বর্ধমানে। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি সভাস্থলের ছোট রাস্তা ছেড়ে যখন বড় রাস্তায় উঠছে, তখন পিছন থেকে আসা একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে পেরিয়ে যায়। সংঘর্ষ এড়াতে দ্রুত ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি। কলকাতায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, প্রায় ২০০ কিলোমিটার গতিতে একটি গাড়ি এসে পড়েছিল সামনে। ঝাঁকুনিতে গাড়ির ড্যাশবোর্ডে তাঁর মাথা ঠুকে যায়। এর পরেই নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা বলে মনে করা হচ্ছে।

আজ থেকে বাজেট অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ সোমবার থেকে শুরু রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। অধিবেশন চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বিধানসভার এরপর ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেট পেশ করবেন। আগামী লোকসভা ভোটের প্রেক্ষিতে এবার আগামী আর্থিক বছরের তিন মাসের জন্য অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। ভোটের পর পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হতে পারে। তবে সোমবার বাজেট অধিবেশন শুরুর দিন আনা হবে শোক প্রস্তাব। তার পরেই শেষ হয়ে যাবে অধিবেশন। এরপর ৬ এবং ৭ ফেব্রুয়ারি হাওড়া পুরসভা নিয়ে সংশোধনী বিল পেশ করা হবে রাজ্য বিধানসভায়। ৮ ফেব্রুয়ারি, আগামী বৃহস্পতিবার বাজেট পেশ করা হবে। ৯ এবং ১০ ফেব্রুয়ারি সেই বাজেট নিয়ে চলবে আলোচনা।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃতীয় দিনের শেষে হাড্ডাহাড্ডি জায়গায় ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট। সব মিলিয়ে ১৭১ রানে এগিয়ে থেকে শুরু করে টিম ইন্ডিয়া। শুভমান গিল সেঞ্চুরি করে দলকে ২৫৫ রানে নিয়ে যান। ভারত ইংল্যান্ডের সামনে ৩৯৯ রানের টার্গেট রাখে। শুরুটা ভালো করে ইংল্যান্ড। জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট বাজবলের কায়দায় শুরু করেন। এই জুটি করে ৫০ রান। অশ্বিন ডাকেটকে আউট করেন। ২৮ রান করে ফেরেন বেন ডাকেট। তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের রান এক উইকেটে ৬৭। ইংল্যান্ডের জেতার জন্য দরকার ৩৩২ রান। অন্যদিকে ভারতের জেতার জন্য দরকার ইংল্যান্ডের ৯ উইকেট।

ধরনা মঞ্চ খোলায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একদিকে যখন ডিএ-র দাবিতে কলকাতার ধর্মতলায় চলা রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের ধরনা মঞ্চ জোর করে খুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, অন্য দিকে তখন সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানির দিকে তাকিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার দ্বাদশ শুনানি রয়েছে। শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, ৬ নম্বর কোর্টের মামলার তালিকার ৬০ নম্বরে রয়েছে ডিএ মামলা। গত শুনানিতে এই মামলায় দীর্ঘ শুনানির করার কথা জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। মামলাকারীদের আশা, এ বার হয়তো সেই শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হবে। সোমবারে ডিএ নিয়ে মিলবে কোনও ইতিবাচক নির্দেশ।

কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র দাবিতে কলকাতার ধর্মতলায় চলা রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের ধরনা মঞ্চ থেকে আন্দোলন চলছে বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে। রবিবার সেই মঞ্চ জোর করে খুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। গত ১৬ দিন ধরে তারা অনশন করছে। তাঁদের অভিযোগ, ধরনা মঞ্চ খুলে দেওয়ার পিছনে পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীর চক্রান্ত রয়েছে। মঞ্চ খুলে দিলেও খোলা আকাশের নীচে ধরনা কর্মসূচি চলবে বলে তাঁরা জানান। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে ধর্মতলার শহিদ মিনার চত্বরে প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে ধরনা কর্মসূচি করছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। শনিবার সেনার তরফে ওই জায়গা থেকে কর্মসূচি তুলে নিতে বলা হয়। সেই মতো রবিবার সকালে ধরনা মঞ্চ খুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীরা। মঞ্চ খুলে দেওয়া প্রসঙ্গে ওই সংগঠনের নেতা ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অস্বস্তি ছিল।

তিনি কলকাঠি নেড়েছেন। সেনাকে দিয়ে মঞ্চ খুলে দেওয়ার কাজ করানো হয়েছে। এর জন্য আইনি লড়াই চলবে। দরকারে খোলা মাঠে ধরনা চলবে।' যদিও ওই সংগঠনের দাবি অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের বক্তব্য, সেনার জায়গায় রাজ্যের কোনও হাত নেই। অসত্য অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

এদিকে, প্রায় তিন মাস পরে সুপ্রিম কোর্টের শুনানির তালিকায় উঠছে রাজ্যের ডিএ মামলা। সোমবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হৃষিকেশ রায় এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চে মামলাটি তালিকাভুক্ত হয়েছে। এর আগে মামলাটি ১১ বার শুনানির জন্য উঠেছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এটির দ্বাদশ শুনানি রয়েছে। কেন্দ্রীয় হারে এবং বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএর দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। ২০২২ সালের ২০ মে উচ্চ আদালত রাজ্যকে কর্মচারীদের কেন্দ্রের সমান ৩১ শতাংশ হারে ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। হাই কোর্টে জয়ী হয় রাজ্য সরকারি কর্মীদের কনফেডারেশন, ইউনিটি ফোরাম এবং সরকারি কর্মচারী পরিষদ। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। ২০২২ সালের ৩ নভেম্বর মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। প্রথম শুনানি হয় ২৮ নভেম্বর। রাজ্যের হয়ে দাঁড়ান আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তাঁর সওয়াল ছিল, হাই কোর্টের রায় মেনে ডিএ দিতে হলে প্রায় ৪১ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই মুহূর্তে ওই আর্থিক বোঝা রাজ্য সরকারের পক্ষে বহন করা কঠিন। এর পর থেকে একের পর এক তারিখ দেওয়া হলেও নানা কারণে শুনানি সম্পূর্ণ হয়নি।

তিন দিন ধরে নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের দেহ মিলল স্থানীয় পুকুরে

পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগরপাড়ার পর নরেন্দ্রপুর। তিন দিন ধরে নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে। পুলিশ দেহ উদ্ধারে এলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়েরা। পুলিশকে মারধরেরও অভিযোগ উঠেছে।স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম অপ্রতিম দাস। তাঁর বাড়ি মহামায়াতলায়। রবিবার দুপুরে নরেন্দ্রপুরের ঢালিপাড়া এলাকার একটি পুকুরে তাঁর দেহ ভাসতে দেখেন এলাকাবাসীরা। স্থানীয়েরা জানান, অপ্রতিম তিন দিন আগে বৃহস্পতিবার রাতে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়েছিলেন। তার পর থেকেই তিনি নিখোঁজ। এর পর রবিবার তাঁর দেহ উদ্ধার হল। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

জানা গিয়েছে, রবিবার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার দেহ উদ্ধারের পরেই পুলিশে খবর দেন স্থানীয়েরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসতেই তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, যুবকের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। পুলিশ যদি তৎপর

হয়ে যুবকে খোঁজার চেষ্টা করত, তা হলে হয়তো তাঁকে বাঁচানো যেত। বিক্ষোভের মুখে পড়ে দেহ উদ্ধারেও বেগ পেতে হয় পুলিশকে।

বারুইপুরের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন অপ্রতিম দাস। বৃহস্পতিবার একটি বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর কয়েকজনের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন বলে খবর। অভিযোগ, বাথরুমে যাবেন বলে বেরিয়ে আসেন সেখান থেকে। এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওই ছাত্র। নরেন্দ্রপুর থানায় অপ্রতিমের নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরি করা হয়। পরিবারের দাবি, তিন দিন ধরে নিখোঁজ একটা ছেলে, অথচ পুলিশের মধ্যে তাঁকে খুঁজে পেতে কোনও তৎপরতাই দেখা যায়নি। এরইমধ্যে রবিবার দুপুরে বাড়ির কাছাকাছি একটি জলাশয় থেকে অপ্রতিমের দেহ উদ্ধার হয়।

পুলিশের তরফে অবশ্য তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের বক্তব্য, নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের হওয়ার পর নিয়ম মেনেই তদন্ত হচ্ছিল। যেখানে যে ভাবে খোঁজ করা দরকার, সে ভাবেই যুবকের খোঁজ চলছিল। তাঁর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তার রিপোর্ট এলেই সেই মতো তদন্ত এগোবে বলে জানিয়েছে পুলিশ সূত্র।

প্রসঙ্গত,গত শনিবার আগরপাড়ায় দিন নিখোঁজ থাকার পর হাত-পা বাঁধা, মুখে রুমাল গোজা অবস্থায় উদ্ধার বালকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। সেখানেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সকলেরই অভিযোগ ছিল, নিখোঁজ ডায়েরি পাওয়ার পর পুলিশ তৎপর হলে হয়তো বেঘোরে মরতে হত না ৮ বছরের বালককে। শনিবার দেহ উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টা পর কলকাতার আর এক অংশে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের দেহ উদ্ধার হতেই একই ক্ষোভ পরিবার থেকে পড়শিদের মধ্যেও।

বিজেপিতে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে, বিস্ফোরক মন্তব্য কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি: ফের দিল্লিতে 'অপারেশন লোটাস ২.০' চালাচ্ছে বিজেপি । এমনই গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী দাবি করলেন, তাঁকে বিজেপিতে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বিজেপির সামনে কোনওভাবেই মাথানত করবেন না।

একই সঙ্গে কেজরিওয়াল জানালেন, বিহার বা মহারাষ্ট্রে যা হয়েছে, তা দিল্লিতে কখনওই হবে না। সম্প্রতিই বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর দলের বিধায়কদের কেনার চেষ্টার অভিযোগ করেছিলেন কেজরিওয়াল। তাঁর সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা মামলা করেছিলেন বিজেপির এক নেতা। সেই মামলার সূত্রেই রবিবার কেজরিওয়ালকে তাঁর দাবির সপক্ষে প্রমাণ দাখিল করতে বলেছিল দিল্লি পুলিশ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'ওরা যা খুশি করতে পারে। আমি মাথা নোয়াব না। বিজেপির সঙ্গে কখনওই হাত মেলাব না আমি।'

রবিবার রাজধানী দিল্লির দু'টি স্কুলের শিলান্যাসের অনুষ্ঠানে

উপস্থিত হয়ে ফের বিজেপি তথা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক এই অভিযোগ করেন কেজরি। বলেন, মণীশ সিসোদিয়া নতুন নতুন স্কুল তৈরি করছে বলে ওকে জেলে ভরে দিয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলছিল বলে সত্যেন্দ্র জৈনকে জেলে ভরেছে। কিন্তু ওরা যদি মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকেও জেলে ঢোকায়, তাহলেও এই স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ, দিল্লিবাসীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা বন্ধ করতে পারবে না। ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে কেন্দ্র নিজেদের মতো করে কাজে লাগাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন আপ সুপ্রিমো। প্রসঙ্গত কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোটের সদস্য কেজরিওয়াল। সম্প্রতি সেই বিরোধী জোট ইন্ডিয়া-র কয়েক জন সদস্যকে বিরূপ হতে দেখা গিয়েছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ইন্ডিয়া ছেড়ে ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন এনডিএ-তে।

তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালবাজার: নিখোঁজ তৃণমূলের শ্রমিক নেতার দেহ উদ্ধার হল জলপাইগুড়ির মালবাজারে। চা বাগানের ওই শ্রমিক নেতাকে খুনের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। তৃণমূল সূত্রে খবর, মৃতের নাম সুনীল লোহা। মাল ব্লকের রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিদাম চা বাগানের এই শ্রমিক নেতা শুক্রবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন। সুনীলের পরিবার মাল থানার নিখোঁজ ডায়েরি করে। দেহ উদ্ধারের পর এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে আটক করেছে মালবাজার পুলিশ। শনিবার রাত ১০টা নাগাদ নিদাম চা বাগানের ভাঙা পুলের অদূরে পাম্প ঘরের কাছে পাওয়া যায় সুনীলের দেহ। মৃতের স্ত্রী ভারতী লোহারের অভিযোগ, নিদামের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য সুরজ দর্জি ও অন্যান্যরা মিলে খুন করেছে। বেশ কয়েক দিন ধরেই রাজনৈতিক উত্তেজনা চলছিল। বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করবে সেটাই আশা।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি, তৈরি বঙ্গ বিজেপির টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন একেবারেই সামনে। এখন শুধু নির্ঘণ্ট ঘোষণার অপেক্ষা। আর এই লোকসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য কমিটি তৈরি করল বঙ্গ বিজেপি। এই কমিটিতে রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষরা।

আগে ১০১ জনের কমিটিতে ৩৫টি বিভাগ তৈরি করা হয়েছিল। সেই সব কমিটির প্রধানদের নাম ঠিক করলেও চেয়ারম্যান কে হবেন তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি রাজ্য বিজেপি। যা নিয়ে অনেক জল্পনা এবং বিতর্ক তৈরি হয় বিজেপির অন্দরে। অবশেষে সেই কমিটির উপরে আরও একটি কমিটি তৈরি করা হল। যার মাথায় রইলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার দলের সল্টলেকের রাজ্য দপ্তরে একটি বৈঠক হয়। সেখানে শীর্ষ নেতৃত্ব আলোচনা করে এই কমিটি তৈরি করেছেন।

রবিবার বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সইসম্বলিত রাজ্য নির্বাচন কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে রয়েছেন চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রয়েছেন পাঁচ জন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক, একজন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন), একজন রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন)। এছাড়াও আছেন দুই

কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক, দু'জন কেন্দ্রীয়, সহকেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক। রয়েছেন দুই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি।

ওই কমিটিতে সুকান্তের পরেই নাম রয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। নাম রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া সুভাষ সরকার, নিশীথ প্রামাণিক, শান্তনু ঠাকুর এবং জন বার্লার নাম রয়েছে। জায়গা পেয়েছেন দিলীপ ঘোষ। এখন রাজ্য বা সর্বভারতীয় কোনও দায়িত্বই নেই মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপের। ইদানীং, তাঁর কাজকর্ম দেখে এটাও মনে হয়েছে যে তিনি নিজের আসন ছাড়া অন্য এলাকা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে চাইছেন না। তবে রাজ্য বিজেপি যে, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি হিসাবে দিলীপকে লোকসভা নির্বাচনেও গুরুত্ব দিতে চায় সেই বার্তা দিয়ে দিল কমিটিতে জায়গা দিয়ে। দিলীপের পাশাপাশি কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন আর এক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহাও।

২০ জনের এই কমিটিতে রাজ্যের পাঁচ সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো, অগ্নিমিত্রা পাল, দীপক বর্মণ এবং জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন। এ ছাড়াও রয়েছেন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সতীশ ধন্দ। বিজেপির অন্য কোনও মোর্চা নেতৃত্ব কমিটিতে না থাকলেও মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনি পাত্র পদাধিকার বলে রয়েছেন।

সপ্তাহের শুরুতেই ফের মেঘলা হবে আকাশ, হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নাছোড় বৃষ্টি! ঠান্ডা একেবারে কমে গেলেও বৃষ্টির ঘ্যানঘ্যানানি থামছে না। ফের সোম ও মঙ্গল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। তবে তারই সঙ্গে সামান্য কমবে তাপমাত্রার পারদ। আগামী দু'দিন সে তাপমাত্রা কমতে পারে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সরে গেলে সাময়িকভাবে আকাশ পরিষ্কার হবে। উত্তরে পশ্চিমী বাতাস জোর পাবে। তার জেরে ঠাণ্ডা অনুভূত হবে মূলত রাতের দিকেই। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। তারই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আর এর জেরে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বাংলায়। মূলত, সোমবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার

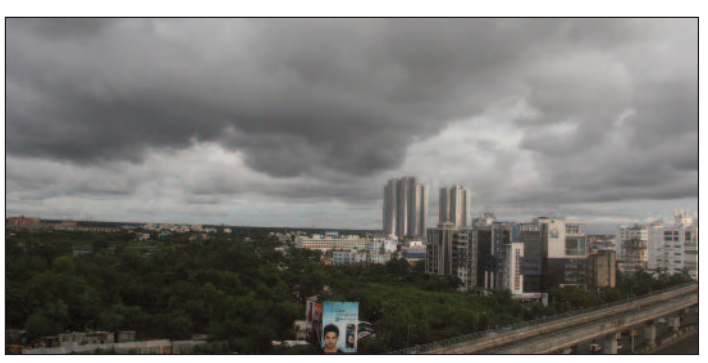

বৃষ্টি হতে পারে, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তবে কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভবনা নেই। কিন্তু থাকবে মেঘলা আবহাওয়া।

রবিবার সকাল থেকেই সকালের দিকে কুয়াশার দাপট থাকলেও বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হয় আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও ছিল বেশি। আর এমন আবাহওয়া সামনে দু-তিনদিন বজায় থাকায় কুয়াশার সম্ভাবনাও রয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই সকালে এই কুয়াশার দাপট থাকবে। দু-এক জায়গায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা। দৃশ্যমানতা ৫০০ মিটারে নেমে আসতে পারে কয়েকটি জেলায়। এরপর বুধবার ও বৃহস্পতিবারের মধ্যে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গে আপাতত দুদিন তাপমাত্রা বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এরপর থেকে তিনদিনে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠানামা করবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা নামার সম্ভাবনা কম কলকাতায়।

CHANGE OF NAME

I, **RIKTA GHOSH DASTIDER** D/O Samar Ghosh Dastider residing at Old Jessore Road, P.O. - Ganganagar, P.S. - Madhyamgram, Dist - North 24 Parganas, Kolkata - 700132 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barasat dated 19.01.2024 that my actual and **correct name is RIKTA GHOSH DASTIDER** and it is recorded in my Aadhar, Voter and PAN Cards but in my daughter TANISHA SHARMA's birth certificate issued by Madhyamgram Municipality, inadvertently my name has been recorded as RIKTA SHARMA. The purpose of this affidavit is the correction in the certificate. **RIKTA GHOSH DASTIDER** and **RIKTA SHARMA** are the one and identical person.

পাত্রী খুঁজে দেওয়ার আবদার জানিয়ে সটান থানায় যুবক

তিরুবনন্তপুরম, ৪ ফেব্রুয়ারি: বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব থেকে আত্মীয়-স্বজন, সবাইকেই বলে রেখেছেন পাত্রী খুঁজে দেওয়ার জন্য। কেউই খুঁজে এনে দিতে পারছেন না পছন্দসই পাত্রী। নিরুপায় হয়ে চরম পদক্ষেপ করলেন যুবক। সোজা গিয়ে হাজির হলেন থানায়। পুলিশকেই বললেন, পাত্রী খুঁজে দিতে। ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের কাডাক্কালে। অনিল জন নামক এক ৩২ বছরের যুবক একাই থাকেন। ১০০ দিনের কাজ করে, খবরের কাগজ বিলি ও লটারির টিকিট বিক্রি করে তাঁর সংসার চলে। একজন সঙ্গীর দরকার, কিন্তু বিয়ে করার জন্য পাত্রী খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে যে চার্চে প্রার্থনা করতে যান, সবাইকেই বলেছিলেন একজন যোগ্য পাত্রী খুঁজে দিতে। কিন্তু যুবকের একটি চোখে সামান্য সমস্যা থাকায় কেউ-ই বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিলেন না। শেষে সটান থানায় হাজির হয়ে পুলিশকেই বলেন তাঁর জন্য পাত্রী খুঁজে দিতে। খোঁজ-খবর নিয়ে পুলিশ জানতে পারে যে যুবকের সব কথা সত্যি। কিন্তু পুলিশের কাজ তো আর পাত্রী খোঁজা নয়। তাই ওই যুবককে নিয়ে তাঁরা ঘটকের কাছে যান। চলছে যুবকের পাত্রী খোঁজা।

১০০ দিনের কাজের টাকা দিতে রাজ্য বাজেটেই অর্থের সংস্থান!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের মজুরির জোগান দিতে আসন্ন রাজ্য বাজেটেই অর্থের সংস্থান করছে রাজ্য সরকার। পাশপাশি আবাস প্রকল্পের বঞ্চিতদের মাথার ছাদের ব্যবস্থা করারও সংস্থান থাকছে বাজেটে।

কেন্দ্রের থেকে বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তার মধ্যে যেমন ১০০ দিনের মজুরির টাকা আছে তেমনই আছে আবাস যোজনার টাকাও। আছে ১০০ দিনের কাজের উপাদান বাবদ বকেয়া তেমনি আছে প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার টাকাও। বাকি আছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা। বকেয়ার তালিকায় আছে মিড ডে মিলের টাকাও। এই সব টাকা চেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার দাবি চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রকে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। দিল্লিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠকও করেছেন মমতা। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। বাংলার মানুষ তাঁদের হকের টাকা পাননি। এই অবস্থায় শনিবারই কলকাতার রেড রোডের ধর্নামঞ্চ থেকেই মমতা ঘোষণা করে দিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজ করা বাংলার ২১ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা ২১ ফেব্রুয়ারি পৌঁছে দেবে তাঁর সরকার। সেই সূত্রেই জানা গিয়েছে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ হতে চলেছে সেখানেই এই ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ টাকার সংস্থান থাকছে।

১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের থেকে বাংলার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মজুরি বাবদ বকেয়ার পরিমাণ ৩৭৩২ কোটি টাকা। আর উপাদান বাবদ বকেয়া ৩১৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট বকেয়ার পরিমাণ ৬৯১৩ কোটি। মজুরির টাকা সরাসরি মজুরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা। উপাদানের টাকা ঢোকার কথা গ্রাম পঞ্চয়াতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র মজুরুর টাকা মজুরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠাবার কথা বলেছেন। সেই টাকা রাজ্য বাজেটের মধ্যে রাখা থাকছে। ২১ লক্ষ মজুর ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সেই টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এখনই উপাদানের টাকা পাবেন না। আবার আবাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত থাকলেও বাড়ি পাননি ১১ লক্ষ বাংলার মানুষ। তাঁদের ক্ষেত্রে বকেয়ার মোট পরিমাণ ৬৬০০ কোটিরও বেশি। এই টাকাও রাজ্যের তরফে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এক দফাতেই তা দেওয়া হবে না। কয়েক কিস্তিতে তা মেটানো হবে। আগামী ৮ তারিখের রাজ্য বাজেটেই প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হবে।

মাঝেরহাট-তারতলা শাখার কাজ পরিদর্শন রেল নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন নির্মিত মাঝের হাট মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করলেন রেল সুরক্ষা কমিশনার জনক কুমার গর্গ। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, মাঝেরহাট থেকে তারাতলা স্টেশন পর্যন্ত একটি ট্রলিতে করে রবিবার তিনি এই পরিদর্শন করেন। এদিন এই পরিদর্শনের সময়, তিনি মাজের হাট মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ ও প্রস্থান গেট, টিকিট ব্যবস্থা, এসকেলেটর, লিফট, সিগন্যাল বোর্ড, অগ্নি সনাক্তকরণ এবং দমন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধা এবং যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থাও পরিদর্শন করেন। এর পাশাপাশি তিনি পার্পল লাইনের তারাতালা মেট্রো স্টেশনটিও পরিদর্শন করেন। এর পাশাপাশি তিনি সিসিআরএস স্টেশন কন্ট্রোল রুম, ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) সিস্টেম, সিগন্যাল ইকুইপমেন্ট রুম, বুকিং কাউন্টার সহ বহু কিছু জিনিস পরিদর্শন করেন।

এছাড়াও, তাঁর উপস্থিতিতে মাঝের হাট থেকে জোকা স্টেশন পর্যন্ত স্পিড ট্রায়ালও করা হয়। এদিন এই স্পিড ট্রায়ালে সর্বোচ্চ গতি রাখা হয়েছিল ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার। এই পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ভি কে শ্রীবাস্তব, এবং অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের মেট্রো কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্থাৎ (আরভিএনএল)-এর অমিত রায় এবং অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরাও।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ই ফেব্রুয়ারি। ২১শে মাঘ, সোমবার। দশমী তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধে র মহাদশা কাল । মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ ।শুভ হবে

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ত তৈরি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হুথি ঘাঁটিতে যৌথ অভিযান ব্রিটেন এবং আমেরিকার

সানা ৪ ফেব্রুয়ারি: হুথি ঘাঁটিতে যৌথ অভিযান ব্রিটেন এবং আমেরিকার। ইরান-ঘনিষ্ঠ ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথিদের ৩৬টি ঘাঁটিতে শনিবার ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করেছে আমেরিকা। ইয়েমেনে হুথিদের ৩৬টি ঘাঁটিতে গোপন ডেরা চিহ্নিত করে আমেরিকা এবং ব্রিটেন আকাশপথে হামলা চালিয়েছে। গত কয়েক দিনে লোহিত সাগর সংলগ্ন এলাকায় হুথিরা জলপথে ক্রমাগত আক্রমণের জবাব দিতেই এই পালটা হামলা।

হুথিদের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আরও ছ'টি বন্ধু দেশকে পাশে পেয়েছে আমেরিকা, ব্রিটেন। ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তাদের সাহায্য করেছে অস্ট্রেলিয়া, বাহরিন, কানাডা, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস এবং নিউজিল্যান্ড। আমেরিকা এবং ব্রিটেন যৌথ ভাবে একটি বিবৃতি দিয়ে হুথি ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণের কথা জানিয়েছে। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'লোহিত সাগরের আন্তর্জাতিক এবং বাণিজ্যিক জাহাজে হুথিদের লাগাতার হামলার প্রত্যাঘাত। ইয়েমেনের ১৩টি এলাকায় ৩৬টি হুথি ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে।'

ইয়েমেনের গোপন ডেরায় হুথিরা যেখানে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে, সেখানে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি আমেরিকা, ব্রিটেনের। তাদের যৌথ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'বিশ্ব বাণিজ্যকে ব্যাহত করা, নিষ্পাপ প্রাণ হত্যা করতে হুথিরা যে লাগাতার আক্রমণ শুরু করেছে, তা ছন্নছাড়া করতেই এই হামলা।'

প্রসঙ্গত, ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের পর থেকেই লোহিত সাগরে হুথিদের হামলা বেড়ে গিয়েছে। ইরান ঘনিষ্ঠ হুথিদের তরফে জানানো হয়, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হামাসের পক্ষে হওয়ায় গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের সমর্থনে এই হামলা চালানো হচ্ছে। বেছে বেছে আক্রমণ শানানো হচ্ছে ইজরায়েলপন্থী বাণিজ্যতরীতে। হুথিরাই গত দু'মাস ধরে লোহিত সাগরে মার্কিন বাণিজ্যতরীতে হামলা চালিয়েছে। ফলে হুথিদের এই ক্রমাগত আক্রমণের প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে।

এর আগে ১১ জানুয়ারি ব্রিটেন ও আমেরিকার তরফে ইয়েমেনে হুথিদের ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়। মার্কিন নৌবাহিনীর তরফে হুথিদের অস্ত্রভাণ্ডার খোঁজার জন্য গোপন অভিযান শুরু করা হয়। তার আগে দুই দেশ দক্ষিণ লোহিত সাগরে হুথিদের মিসাইল ও ড্রোন ধ্বংস করে। মার্কিন হামলায় ধ্বংস হয়েছে হুথিদের এক রাডার স্টেশনও। জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় নজরদারি করার সঙ্গে হুথিদের অস্ত্রভাণ্ডার খোঁজার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তল্লাশির চালিয়ে বড়সড় অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজ পায় তারা। বাজেয়াপ্ত করা সমরাস্ত্রগুলোর মধ্যে ইরানে তৈরি ব্যালিস্টিক মিসাইলের অংশ, ক্রুজ মিসাইল, জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র-সহ একাধিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল, যা দিয়েই হুথিরা লোহিত সাগরে হামলা চালাত বলে জানা গিয়েছে।

যাত্রী সুবিধার্থে পূর্ব রেলের একাধিক পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই বছর পূর্ব রেল নতুন ট্রেন চালানো ছাড়াও কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত কোচের বন্দোবস্ত করেছে। পাশাপাশি বেশ কিছু ট্রেনে অতিরিক্ত স্টপেজ ঘোষণা করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন স্টেশনে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজলব্ধ হয়।

নতুন ট্রেন

রেল মন্ত্রক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে দু'টি নতুন ট্রেন-এর ব্যবস্থা করেছে। যেমন ১৩১৮৯/১৩১৯০ শিয়ালদা, বালুরঘাট - শিয়ালদা এক্সপ্রেস ও ১৩৩৩৩/১৩৩৩৪ পাটনা - দুমকা - পাটনা এক্সপ্রেস।

ট্রেনের যাত্রা পথ বৃদ্ধি

১৮৬১৭/১৮৬১৮ রাঁচি, নিউ গিরিডি এক্সপ্রেস মধুপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে, ১৩৪১৩ /১৩৪১৪ ও ১৩৪৮৩/১৩৪৮৪ মালদা টাউন - দিল্লি ফারাক্কা এক্সপ্রেস ভাতিন্দা জংশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।

অতিরিক্ত কোচ

বিভিন্ন মেল এক্সপ্রেস ট্রেনে মোট ৪১৫ টি অতিরিক্ত কোচ সংযোজিত হয়েছে যার ফলে যাত্রীদের আসন সংরক্ষণ সহজ হয়েছে।

অতিরিক্ত স্টপেজ

১১ টি এক্সপ্রেস ট্রেনে বিভিন্ন স্টেশনে অতিরিক্ত স্টপেজের ঘোষণা হয়েছে। এরফলে মির্জা চৌকী, বরাকর, দুবরাজপুর, পাকুড়, এই সব স্টেশনে এখন আরো অনেক ট্রেন দাঁড়াচ্ছে।

এলএইচবি কনভার্সন

১৩১৪৫/১৩১৪৬ কলকাতা - রাধিকাপুর এক্সপ্রেস-এর রেক আইসিএফ থেকে সম্পূর্ণভাবে এলএইচবি রেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। এরফলে এই ট্রেনে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আগরপাড়ায় নাবালক খুনে অভিযুক্তরা অধরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চারদিন নিখোঁজ থাকার পর শনিবার দুপুরে বালক ইন্তাজ হুসেনের (৮) হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও অভিযুক্তরা অধরা। পুলিশ সূত্রে খবর, দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সূত্র বলছে, এদের মধ্যে একজন নিহত ইন্তাজের পরিবারের দুঃসম্পর্কের আত্মীয় হন। তবে এখনও ইন্তাজ খুনে কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন পানিহাটি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মৌলানা সেলিম রোডের আগরপাড়া নিউলাইনের বাসিন্দারা। নৃশংসভাবে নাবালক খুনে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। প্রসঙ্গত, গত ৩০ জানুয়ারি বিকেলে বাড়ি থেকে খেলতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ইন্তাজ হুসেন নামে ওই বালক। চারদিক খোঁজ চালিয়েও সন্ধান না মেলায় পরদিন ৩১ জানুয়ারি খড়দা থানায় নিখোঁজের ডায়েরী করেন ওঁর পরিবার। কিন্তু চার দিন পর বাড়ির অদূরে আলপেন ডেয়ারি কারখানার ভিতরে জঙ্গলে ঘেরাটোপে থাকা একটি পুকুর থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ইন্তাজের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এই ঘটনার কিনারা করা সম্ভব হবে।

২০১৮ থেকে বিদেশে ৪০৩ পড়ুয়ার মৃত্যু!

ওয়াশিংটন, ৪ ফেব্রুয়ারি: আমেরিকায় ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগের মাঝেই কেন্দ্রের দেওয়া তথ্যে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত বিদেশে মাটিতে মোট ৪০৩ জন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি কানাডায়। বিদেশে পড়তে যাওয়া এখানকার ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণের দিকটি দেখাই সরকারের অগ্রাধিকার বলে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানান।

বিদেশের মাটিতে ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মৃত্যুর পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। স্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে দুর্ঘটনায় প্রাণ যাওয়া পড়ুয়াও রয়েছে এই তালিকায়। এ দেশের পড়ুয়াদের কোনও সমস্যার কথা জানতে পারলেই বিদেশের ভারতীয় মিশন পদক্ষেপ করে বলেও দাবি তাঁর।

ইস্টার্ন রেল ওমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে শুরু সুই-ধাগা সেলাই সেন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য এবং স্বনির্ভরতার কথা মাথায় রেখে শিয়ালদা বিভাগের ইস্টার্ন রেল ওমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন(ইআরডব্লিব্লিউও) সম্প্রতি শিয়ালদার ডাঃ বি সি রায় অডিটোরিয়ামে 'সুই ধাগা' সেলাই সেন্টার চালু করল। 'সুই ধাগা' নামে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন রেল ওমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের শিয়ালদহ বিভাগের সভাপতি গুণজান নিগম সহ অন্যান্য সদস্যরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, ইস্টার্ন রেল ওমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন শিয়ালদা বিভাগের সভাপতি গুণজান নিগম মহিলাদের ক্ষমতায়নে সংস্থার অটল প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন। মহিলাদের দক্ষতা দিয়ে সমতা আনা, যা আত্মনির্ভরতার দিকে পরিচালিত করে, তাদের জীবন এবং তাদের পরিবারের ভবিষ্যত রূপান্তরের চাবিকাঠি।

ক্যানসার নিয়ে সচেতন করতে গিয়ে পুনমের বদ রসিকতা!

তুমি যা জিনিস গুরু, মন্তব্য শিলাজিতের

মুম্বই, ৪ ফেব্রুয়ারি: চেয়েছিলেন সার্ভাইক্যাল ক্যানসার নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতে। কিন্তু হয়ে গেল উলট পুরাণ! নিজের মৃত্যু নিয়ে তো বটেই,এমনকী ক্যানসারের মতো মারণরোগ নিয়ে বদ রসিকতা। যে পুনম পাণ্ডে ছিলেন অনেকেরই হার্টথ্রব, তাঁর ঠাট্টা-তামাশার মোড়কে সচেতনতার পাঠ সহ্য হয়নি না নেটপাড়ার। অতঃপর পুনম পাণ্ডের উপর গিয়ে পড়ে সমস্ত রোষ। এই পরিস্থিতিতেই বাংলার গায়ক শিলাজিৎ তাঁকে নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

শনিবার পুনম পাণ্ডে সশরীরে ভিডিও পোস্ট করতেই বিনোদুনিয়া থেকে রাজনৈতিকমহল সব একেবারে রে-রে করে উঠেছিল। তোলা হয়েছে আইনি পদক্ষেপের দাবিও। ক্ষমা চাইলেও চিঁড়ে ভেজেনি! এবার পুনম পাণ্ডেকে নিয়ে বিশেষ টিপ্পনি শিলাজিৎ মজুমদারের। সোজাসাপটা বলে দিলেন, 'তুমি যা জিনিস গুরু, বিষ দাঁত ভাঙলে কত সেয়ানার।' নেটপাড়ায় গোত্তা খাওয়া পুনম পাণ্ডেকে 'সেলাম'ও জানিয়েছেন শিলাজিৎ।পুনমের উদ্দেশে খোলা চিঠিতে শিলাজিৎ লিখলেন, 'পরম পূজনীয় পুনম, আপনার সাথে আমার আলাপ নেই। আপনি কী কী কাজ করেছেন আমি জানি না। কিন্তু আপনার এই খেলাটা আমার দারুন লেগেছে। ম্যাডাম আপনাকে প্রণাম। আপনি যে থাপ্পড়টা মারলেন। বড় বড় সেয়ানাদের আপনি জাস্ট বিষ দাঁত ভেঙে দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনি এটা জ্ঞানত করেছেন এবং বেশ করেছেন।এরপরই পুনমের উদ্দেশে শিল্পীর সংযোজন, তআপনাকে সেলাম, আপনি আমাকে না চিনেও, না জেনে ও, আমার মত অনেকের ভেতরে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবটা করে দিয়েছেন। এর জন্য আপনাকে কোনও ঘোষিত রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে হয়নি। এখনও পর্যন্ত। কাল কী হবে জানি না। আপনার কাজ কতটা ফলপ্রসূ হবে জানি না, কিন্তু আপনি যা করলেন এটা আমি বিপ্লব বলে বুঝলাম। আগামীকাল সেটা কী হবে? পতাকা? প্রতীক? পার্টি? না প্রপার্টি ? জানিনা,কিন্তু ইতিহাস হল।' নিজের বক্তব্যে শিলাজিৎ সংবাদমাধ্যমকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তবে নেটপাড়ার একাংশ আবার পালটা পাটকেল ছুঁড়ে সেটাকে 'অহেতুক' বলেও নিন্দে করেছেন।

প্রসঙ্গত, জরায়ুমুখের ক্যানসাবা সার্ভাইক্যাল ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পুনম পান্ডের, শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ এই খবর ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ৩২ বছরের নায়িকার এই আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে দানা বাঁধে রহস্য। অবশেষে জবাব দিলেন পুনম নিজেই! হ্যাঁ, বেঁচে আছেন পুনম পাণ্ডে। মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়েছিলেন নিজেই! ভিডিয়ো বার্তা জারি করে জানালেন মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়ানোর কারণ। ভিডিয়ো বার্তায় পুনমকে বলতে শোনা যায়, 'আমি ক্ষমা চাইছি, আমার জন্য যে অসুবিধা হয়েছে, যাঁরা আমার জন্য আহত হয়েছেন। কিন্তু আমার অভিপ্রায় ছিল সকলকে শক দেওয়ার, কারণ আমরা সার্ভিক্যাল ক্যানসার নিয়ে সচেতন নই। সেই কারণেই আমি মৃত্যুর মিথ্যে নাটক করেছি। জানি হয়ত বিষয়টা বাড়াবাড়ি, কিন্তু এর জন্য হঠাৎ করে জরায়ু-মুখ ক্যানসার নিয়ে কথা বলছে'।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২১ মাঘ ১৪৩০ সোমবার

কলকাতার হকাররা অনলাইনে অভ্যস্ত হলে মিলবে সুবিধা, দাবি পুরসভা আধিকারিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদ, কলকাতা: শহর কলকাতার হকাররাও অনলাইন লেনদেনে অভ্যস্ত হোক, এমনটাই চাইছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভার একাধিক আধিকারিকের বক্তব্য, তাঁরাও ব্যবহার করুক গুগল পে, পেটিএম-এর মতো অনলাইন লেনদেনের মাধ্যম। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের একটা বড় অংশ জানান, হকাররা অনলাইনে লেনদেন করছেন না। আর সেই কারণেই তাঁরা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কলকাতা পুরসভার তরফে এখন হকারদের আর্থিক ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর করার মতো প্রকল্প রয়েছে। তাঁরা জানান, অনেক হকারের শহরের ব্যাংকে কোনও অ্যাকাউন্টই নেই। ফলে তাঁদের অনলাইন লেনদেনের ব্যবস্থা নেই। এর জন্য অনেক হকার বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই আর্থিকভাবে যাতে বঞ্চিত না হন, তার জন্য পুর আধিকারিকদের পরামর্শ, হকাররা অনলাইন লেনদেন করলে ক্যাশব্যাকের সুবিধা পাবেন। এমনকী অর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য ব্যাংক থেকে লোনও নিতে পাবেন। শহরে এমন অনেক হকার রয়েছেন, যাঁদের শহরে কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে অন্য রাজ্যে। তাই শহরের হকারদের পুর আধিকারিকরা পরামর্শ দেন, তাঁরা শহরের যেখানে বসবাস করেন বা ভেন্ডিং করেন, তার কাছাকাছি কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে একটি জিরো ব্যালেন্স ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলেন। ওই অ্যাকাউন্ট খোলার পরে হকাররা লোন নেওয়ার জন্য কলকাতা পুরসভার কাছে আবেদন জানাতে পারেন। ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁদের পুরসভার তরফে একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। তবে এই আবেদন জানাতে আবেদনকারী হকারকে একটি স্বীকৃত হকার সংগঠনের সুপারিশও আনতে হবে। এরপরে আবেদনকারী আর্থিক ঋণ পাওয়ার জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থও হতে পারেন। স্টেট আর্বান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি বা সুডার একটি প্রকল্পের মাধ্যমে এখন শহরের হকাররা প্রথম দফায় দশ হাজার টাকা লোন নিতে পারেন। সেই ঋণ শোধ করে দ্বিতীয় দফায় ফের ২০ হাজার টাকা লোনের জন্য আবেদনও তাঁরা জানাতে পারেন। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় দফার লোন শোধের পরে তৃতীয় বার ৫০ হাজার টাকা লোন নেওয়ার আবেদন জানাতে পারেন। হকারেরা অনলাইনে লেনদেন করলে এই লোন সংক্রান্ত প্রক্রিয়াতেও অনেক সুবিধা হবে। প্রায় ৫৯ হাজার হকার এই লোনের সুবিধার আওতায় আসতে পারেন।

অধরা সমাধান, ধরনা তুললেন ২০২২-এর টেট উত্তীর্ণরা

ফাইল ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগের দাবিতে গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ধরনা-আন্দোলনে বসেছিলেন ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। টানা চার দিনের অবস্থান-ধরনার রবিবার-ই ছিল শেষ দিন। এই ধরনার অনুমতি পুলিশের তরফ থেকে প্রথমে পাননি ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। আদালতের দ্বারস্থ হয়ে ধরনায় বসার অনুমতি মেলে। সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ধরনা কর্মসূচি তাঁরা চালাতে পারবেন। আদালতের নির্দেশানুসারে ১ ফেব্রুয়ারি থেকেই সল্টলেকে করুণাময়ীতে ধরনা অবস্থানে বসেন তাঁরা। এরপর রবিবার দুপুর ১টার মধ্যেই ধরনা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ২০২২ প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা।

এদিকে অবস্থানরত চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, তাঁদের বলা হয়েছিল আইনি জটিলতা কেটে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু, তিনদিন অতিক্রান্ত, আদালতের হস্তক্ষেপে আইনি জটিলতা কেটে গিয়েছে। তবে তাঁদের হাতে এখনও কোনও ইন্টারভিউয়ের নোটিস আসেনি। আর এ নিয়ে তাঁদের মনে আক্ষেপ রয়েই গেল। এমনকী তাঁরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, ১ তারিখ থেকে করুণাময়ীতে বসেছেন ধরনা সেখানে রবিবার পর্যন্ত কোনও সরকারি আধিকারিক তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি। পাশাপাশি তাঁরা এও দাবি করেন, তাঁদের অতীতে জানানো হয়েছিল ৫০ হাজার শূন্যপদ রয়েছে। আর এখানেই তাঁদের প্রশ্ন, সেগুলিতে কেন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না তা নিয়েই। তবে আদালতের অনুমতি মতো, রবিবার পর্যন্তই ধরনার অনুমতি রয়েছে। তাই আপাতত ধরনা তুলে নিলেও সরকারকে হুঁশিয়ারির সুরে জানান, ৫০ হাজার শূন্যপদের জন্য অবিলম্বে ইন্টারভিউ নোটিস প্রকাশ করতে হবে। নাহলে আগামীতে এর থেকেও বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে স্মারকলিপি জমা এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে হাজির এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীরা। সুপারিশ পত্র পেলেও এখনও নিয়োগ পত্র হাতে পাননি তাঁরা। আইনি জটিলতার কারণে তাঁদের নিয়োগ আটকে রয়েছে। সেই কারণে এদিন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে হাজির হয়ে ডিউটিরত পুলিশ অফিসারের হাতে ডেপুটেশন তুলে দেন তাঁরা। সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে পায়ে হেঁটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে তাঁর বাসভবনের সামনে পৌঁছন শরীরশিক্ষা-কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীরা। তবে তাঁরা কোনও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেননি। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা তাঁদের স্বভাবতই আটকে দেন। এবার স্পেশাল ডিউটি অফিসারের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। তাঁদের কাছেই ডেপুটেশনে কপি জমা দেন তাঁরা।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সমানে এর আগেও আন্দোলন করতে দেখা গেছে চাকরিপ্রার্থীদের।তবে এভাবে হেঁটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়া নজিরবিহীন ঘটনা বললে অত্যুক্তি হবে না। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর পর এবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন তাঁরা।

এই প্রসঙ্গে চাকরিপ্রার্থীরা জানান, ২০২২ সালে পুজোর পরই তাঁদের নিয়োগ হওয়ার ব্যাপারে সব ঠিক ছিল। রাজ্য সরকারের তরফে নিয়োগের ব্যাপারে সুপারিশপত্রও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপরেই এই নিয়োগের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। চাকরি প্রার্থী বলেন, 'একটি মিথ্যে মামলার জেরে এখনও সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। তাই রাজ্য সরকার যাতে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির জন্য আদালতে আর্জি জানায়, সেই দাবি জানাতেই এসেছিলাম।' দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির জন্য যাতে রাজ্য সরকার হলফনামা জমা দেয়, সে ব্যাপারেও আর্জি জানান তাঁরা।

অন্যদিকে, রবিবারও ডায়মন্ড হারবারের অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন ২০০৯ সালের প্রাথমিক চাকরি প্রার্থীরা। পূর্ণাঙ্গ প্যানেল প্রকাশ ও নিয়োগের দাবিতে এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাকরিপ্রার্থীরা আন্দোলনে নামেন। ডায়মন্ড হারবারের ডিপিএসির সামনে অনশনে বসেন তাঁরা। শনিবার এই অনশন মঞ্চ থেকে নিজের কেশ বিসর্জন করেন দেবাশিস বিশ্বাস। তাঁর কথায়, নিয়োগের তালিকায় ১৮৩৪ জনের নাম ছিল, কিন্তু ইন্টারভিউ, নিয়োগ, প্যানেল প্রকাশ কিছুই হয়নি। সেই কারণেই তাঁরা অনশন শুরু করছেন।

ঘটা করেই উদযাপিত গড় শ্যামনগরে সোমনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গ্রামবাসীদের দাবি মেনেই ২০২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গড় শ্যামনগরে গড়ে ওঠে সোমনাথ মন্দির। এই মন্দিরে শিব লিঙ্গের পাশাপাশি বিরাজমান শক্তিদেব বজরংবলীর মূর্তিও। রবিবার ঘটা করেই অনুষ্ঠিত হল সোমনাথ মন্দিরের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান। এদিন মহাযজ্ঞের পাশাপাশি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পুজোপাঠ করা হয়। শ্যামনগর-সহ বৃহত্তর কাউগাছি অঞ্চলের মানুষজন মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে এদিন মধ্যাহ্নভোজনে অংশ নিলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে হাজির ছিলেন গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান রমেন দাস, কাউন্সিলর তাপস বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী রতন ধর, পার্থ প্রতিম সরকার ও শিবু সরকার-সহ বিশিষ্টজনেরা। মন্দির কমিটির অন্যতম কর্তা তথা পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় ঘোষ বলেন, গড় শ্যামনগরে রয়েছে বহু প্রাচীন ডাকাত কালীমন্দির। শক্তি দেবীর আরাধনা হলেও, এখানে মহাদেব শিবের আরাধনার চল ছিল না। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ছিল, শক্তি মায়ের আরাধনার পাশাপাশি এখানে মহাদেবের আরাধনারও প্রয়োজন। গ্রামবাসীদের সেই ইচ্ছে পূরণ করতেই ২০২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয়েছিল সোমনাথ মন্দিরের। তবে এদিন মন্দিরের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান জাঁকজমক সহকারেই করা হল।

আলিপুরের বডিগার্ড লাইনে কলকাতা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপন অনুষ্ঠান। ছবি- অদিতি সাহা

পুরসভায় তাকে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে: শুভ্রাংশু রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকদিন আগেই দলের দুই বিধায়ক সুবোধ অধিকারী এবং সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন মুকুল পুত্র তথা কাঁচড়াপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান শুভ্রাংশু রায়। এবার তাঁর নিশানায় কিন্তু পুর কর্তারা। শুভ্রাংশু-র অভিযোগ, পুরসভায় তাঁকে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায় বলেন, পুরসভায় কোনও কাজ নেই। তাই পুরসভায় গিয়ে জগন্নাথ হয়ে বসে থেকে তো লাভ নেই। শুভ্রাংশু-র আক্ষেপ, তার নিজের ওয়ার্ডে বাতি লাগানো থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট নির্মাণ, কোনও কাজেই তাকে জিজ্ঞেস করা হয় না। মুকুল পুত্রের ক্ষোভ, পুর কর্মচারী এবং স্টাফরা বাদে ওপরতলার কেউই তাঁকে গুরুত্ব দেয় না। শুভ্রাংশু-র কথায়, তাঁর ঝুলিতে শুধুমাত্র উপ-পুরপ্রধানের পদই আছে। কিন্তু পুরসভায় তার কোনও কাজ নেই। তাই একমাস যাবৎ তিনি পুরসভায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। মুকুল পুত্রের সংযোজন, বিস্তর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিংবা পুরসভার আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার সঙ্গে কোনও পরামর্শই করা হয় না। শুভ্রাংশু-র যুক্তি, উপ-পুরপ্রধান হিসেবে পুরসভায় যেসব কাজ আছে। যেমন কর আদায় থেকে শুরু করে ট্রেড লাইসেন্স কিংবা এসেসমেন্ট সবই তো এখন অনলাইন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং উপ-পুরপ্রধানের যা কাজ। সেই এখন কাজের কোনও মূল্য নেই।

বাবা হলেন গায়ক দুর্নিবার সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার দুর্নিবার ও মোহরের কোলে এল পুত্রসন্তান। এই সুখবর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন দুর্নিবার। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় গায়ক লেখেন, 'আমরা ভাবতেই পারিনি যে একটা কান্নার শধ এভাবে আমাদের মুখে হাসি নিয়ে আসবে। ছেলে হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৯ মার্চ অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী ঐন্দ্রিলা সেনকে বিয়ে করেন দুর্নিবার। ঐন্দ্রিলা ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে মোহর নামেই পরিচিত। দুর্নিবারের দ্বিতীয় স্ত্রী মোহর। এরপর মোহরের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরও সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন গায়ক। এবার এদিন পুত্রসন্তানের খবর জানালেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগী এবং টলিপাড়ার অনেকেই দুর্নিবার ও ঐন্দ্রিলাকে সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করল পর্ষদ। সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই প্রত্যেক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে নিয়োগপত্র দেওয়ার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে থেকেই। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ৯ হাজার ৫৩৩ জনকে জেলাভিত্তিক নিয়োগপত্র দেবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ বা ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে, আইনি জট থেকে বাঁচতে নিয়োগপত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথাও উল্লেখ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ৯ অক্টোবর টেটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে পরীক্ষা হয়। ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি ফল প্রকাশ হয়। ১১ হাজার ৭৬৫ শূন্যপদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় ২০২২ সালের ২১ অক্টোবর। সে বছরের ২৭ ডিসেম্বর শুরু হয় ইন্টারভিউ। তবে এই নিয়োগের প্যানেল নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হয়। সুপ্রিম কোর্ট অবধি তা গড়ায়। এরপর ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৯ হাজার ৫৩৩ জনের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এবার তাঁদেরই নিয়োগ দেওয়া শুরু হল।

এদিকে গত সপ্তাহেই পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল বলেছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই নিয়োগ করা হবে। এরপরই এর চারদিনের মাথাতেই ৩ ফেব্রুয়ারিই এই নির্দেশ ডিপিএসসিগুলির কাছে যায়। যেখানে ডিপিএসসিগুলিক নিয়োগপত্র ইস্যু করার নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে পর্ষদের তরফ থেকে।

কনস্টেবলের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় ক্লোজ দুই পুলিশ কর্মী, প্রশ্ন উঠল সার্ভিস রিভলবার নিয়েও !

মৃত পুলক ব্যাপারি তাঁর সুইসাইডাল নোটে কলকাতা পুলিশের ওয়্যারলেস ব্রাঞ্চের দু'জনের নাম লিখে রেখে যান। তবে ওই নোটে যে অভিযোগ পুলক ব্যাপারি করেছেন সেই অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই বলে জানাচ্ছে লালবাজার। সঙ্গে তদন্ত শুরু হয়েছে, ডিউটিতে না থাকলেও কী ভাবে পুলকের হাতে পৌঁছল সার্ভিস রিভলবার তা নিয়েও।

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: পর্ণশ্রীর আবাসনে কনস্টেবল পুলক ব্যাপারির আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় ক্লোজ করা হল দুই পুলিশকর্মীকে। সূত্রে যে খবর মিলছে তাতে মৃত পুলক ব্যাপারি তাঁর সুইসাইডাল নোটে কলকাতা পুলিশের ওয়্যারলেস ব্রাঞ্চের দু'জনের নাম লিখে রেখে যান। তবে ওই নোটে যে অভিযোগ পুলক ব্যাপারি করেছেন সেই অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই বলে জানাচ্ছে লালবাজার। সঙ্গে তদন্ত শুরু হয়েছে, ডিউটিতে না থাকলেও কী ভাবে পুলকের হাতে পৌঁছল সার্ভিস রিভলবার তা নিয়েও।

লালবাজার সূত্রে খবর, ওই পুলিশকর্মী তাঁর সুইসাইড নোটে দুই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ছুটি না দেওয়ার যে অভিযোগ করেছেন, তা ভিত্তিহীন। কারণ হিসাবে লালবাজারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পুলক গত ৮ ডিসেম্বর ছুটি নিয়েছিলেন। ১২ ডিসেম্বর কাজে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও উক্ত দিনে তিনি কাজে যোগ দেননি। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রতি মাসে কমপক্ষে গড়ে ১০ থেকে ১২ দিন ছুটি নিয়েছেন ওই পুলিশকর্মী। এদিকে কলকাতা পুলিশের এক কর্তা জানান, পুলকের অনেক টাকা দেনা হয়েছিল। তা নিয়েও মানসিক চাপে পড়েছিলেন পুলক ব্যাপারি। তবে এখনও ওই কনস্টেবলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় কোনও মামলা রুজু হয়নি। মৃতের স্ত্রী বা পরিবারের অন্য সদস্যেরা কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি।

এদিকে মঙ্গলবার বিকেলে নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে তিনি আত্মঘাতী হয়েছিলেন পুলক। এদিকে লালবাজার সূত্রের খবর, ঘটনার দিন কোনও ডিউটি ছিল না পুলকের। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, ডিউটি না থাকা সত্ত্বেও তাঁর নামে কী ভাবে সার্ভিস রিভলভার ইস্যু করা হয়েছিল তা নিয়ে। এই ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে। কলকাতা পুলিশের একজন ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিককেই ওই তদন্ত করতে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের এক কর্তার ধারনা, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, সার্ভিস রিভলভার ইস্যু করার ক্ষেত্রে পুলিশকর্মীদের গাফিলতি রয়েছে। আর সেই কারণেই পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে ওই তদন্তভার ব্যাটেলিয়নের এক জন ডিসিকে দেওয়া হয়েছে।

যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে উড়ানে বিলম্ব, ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যান্ত্রিক ত্রুটির জের। নির্দিষ্ট সময়ে ওড়েনি তেজপুরগামী বিমান। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হতে দেখা গেল যাত্রীদের। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রে খবর, স্পাইস জেটের বিমান এসজি-২৯৬৬ বিমানটি রবিবার সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে তেজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়েনি বিমান। সেই সময় জানানো হয়, সাড়ে দশটায় ছাড়বে বিমানটি। কিছুক্ষণ পর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে বিমানটি ছাড়তে আরও দেরি হবে। বিমানটি কলকাতা থেকে দুপুর একটায় তেজপুরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে। এরপরই যাত্রীরা ১০৪ নম্বর গেটের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন সংশ্লিষ্ট বিমান কর্তৃপক্ষের কর্মীদের উপর। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছতে না পারায় তেজপুর থেকে যাদের কানেক্টিং বিমান ধরার তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়।

সম্পাদকীয়

ভালো ভালো কথা বলে এড়ালেন মূল সমস্যাগুলো

প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর কথায়, সামাজিক ন্যায় এখন সুশাসনের মডেল। এই আমলে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত তথ্য বলছে, চলতি অর্থবর্ষে সংখ্যালঘু উন্নয়নে ৬১০ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা থাকলেও খরচ হয়েছে ৫৫৫ কোটি টাকা। দলিত উন্নয়নে ৯৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা থাকলেও খরচ হয়নি ২৬০০ কোটি টাকা। একইভাবে আদিবাসী উন্নয়নে ৪৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও খরচ হয়নি এক হাজার কোটি টাকা। যে কেউ জানেন, সমাজের মেরুদণ্ড গড়ে তোলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য। বাজেট তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দু'বছর স্বাস্থ্যখাতে খরচ করেছিল মোট বরাদ্দের ২.৪ শতাংশ অর্থ। শেষ তিন বছরে তা ২ শতাংশে নেমেছে। শিক্ষাখাতে প্রথম বছর খরচ হয়েছিল ৩.৩ শতাংশ অর্থ। এখন হচ্ছে ২.৫ শতাংশ। ২০২৪-'২৫-এর বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ আরও কমিয়ে করা হয়েছে যথাক্রমে ২.৫ শতাংশ এবং ১.৮ শতাংশ। আসলে এই সরকারের কাছে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাই গুরুত্বহীন। কারণ মানুষ শিক্ষিত হলে, জানলে-বুঝলে তো আর ধর্মের আফিমে বুঁদ করে রাখা যাবে না। বোধহয় কেন্দ্রের শাসক গোষ্ঠী ধরেই নিয়েছে মানুষের স্মৃতি খুবই দুর্বল। কথাটা আংশিক সত্যও বটে। তবে ঘটনা হল, মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম বছর ২০১৪ তে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত অরুণ জেটলি বাজেটে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দশ বছর পর নির্মলার গলাতেও হুবহু প্রায় সেই একই গান শোনা গেল! সকলের জন্য আবাস, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। বলা ভালো, পূর্বসূরির অনুকরণ। তবে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে কোন জাদুবলে তা অবশ্য বলেননি অর্থমন্ত্রী। নিন্দুকেরা প্রশ্ন তুলে বলতেই পারেন, নির্মলার বক্তব্যই প্রমাণ করছে ১০ বছর আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি সরকার। দশ বছরে দশটি বাজেট হয়েছে। দশ বছরে তাহলে কী কী হল? প্রধানমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রীর ইদানীংকালের সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রচার বোধহয় দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার, জিডিপি'র বৃদ্ধি নিয়ে। কিন্তু সেই তথ্যের মধ্যেও রয়েছে সুচতুরভাবে জলমেশানো। তথ্য বলছে, ২০০৪-২০১৫ পর্যন্ত দেশের জিডিপি বৃদ্ধির গড় হার ছিল ৬.৮ শতাংশ, বিগত দু'বছরে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫.৮ শতাংশে। আরও একটি অসত্য প্রচার হল, এই সময়কালে নাকি মানুষের গড় আয় বেড়েছে ৫০ শতাংশ। কিন্তু বাস্তব সত্যটি হল, এই সময়ে ধনী ও উচ্চবিত্তের আয় বেড়েছে কয়েকগুণ, উল্টোদিকে গরিব-মধ্যবিত্তের আয় কমেছে। এই দু'য়ের গড়কেই মাথাপিছু আয় বেড়েছে বলে চালানোর চেষ্টা করছে মোদির স্তাবককুল। আসলে, লোকসভা ভোটের আগে ভালো ভালো কথার ফানুস উড়িয়ে অর্থমন্ত্রী সযত্নে এড়িয়ে গেলেন দেশের মূল সমস্যাগুলিকে। মূল্যবৃদ্ধির ছেঁকায় সাধারণ মানুষ দগ্ধ হলেও তা বোঝার মতো মন ও মানসিকতা নেই তাঁদের। কারণ বাজারের ব্যাগ হাতে তাঁদের বাজার করতে হয় না। তাই গরিব মধ্যবিত্তের প্রাপ্তি প্রায় শূন্য।

আনন্দকথা

মাস্টার দ্বাদশ শিবমন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, ''ওটি রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা। অনেক অতিথি,কাঙাল আসে।''

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া। এইমাত্র ধুনা দেওয়া হইয়াছে। মাস্টার ইংরেজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, ''হ্যাঁ গা, সাধুটি কি এখন র ভিতর আছেন?''

বৃন্দে — হ্যাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।

মাস্টার — ইতি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে — তা অনেকদিন আছেন—

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

শঙ্খ ঘোষ

১৯৩২ *বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অভিষেক বচ্চনের জন্মদিন।*
১৯৯০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভুবনেশ্বর কুমারের জন্মদিন।*

মহানায়ক উত্তমকুমার এখনও বাঙালির হার্টথ্রব

প্রদীপ মারিক

'মাই ফেয়ার লেডি' অবলম্বনে বাংলা ভাষায় নির্মিত হয় 'ওগো বধূ সুন্দরী'। কাহিনিতে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। জর্জ কুকার পরিচালিত এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রযোজিত ছবিটিতে এলিজা ডুলিটলের ভূমিকায় অড্রে হেপবার্ন এবং প্রফেসর হিগিন্সের ভূমিকায় অভিনয় করেন রেক্স হ্যারিসন।প্রফেসর হিগিন্স যখন প্রথম এলিজাকে দেখেন তখন তাকে এক অদ্ভুত 'জীব' ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না। এলিজা তার কাছে যেন গবেষণাগারের গিনিপিগ। অনেক হাস্যকর ঘটনার মধ্য দিয়ে এলিজার আচরণ, তার উচ্চারণ তার ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটান হিগিন্স। রাষ্ট্রদূতের অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাচেস এলিজাবেথ বলে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এলিজার পরিশীলিত আচরণ, তার চমৎকার কথাবার্তা, তার চালচলনে মনে হয় সে সত্যিই উচ্চ অভিজাত সমাজের এক নারী। এলিজাবেথ হয়ে দাঁড়ায় এক প্রহেলিকা। তার পরিচয় জানতে সবাই উদগ্রিব। অনেক তরুণ তার প্রেমে পড়ে। এদিকে এলিজা মনে মনে ভালোবাসে হিগিন্সকেই।

উত্তমকুমার 'ওগো বধূ সুন্দরী' শুটিংয়ের শেষ দুই দিন ছিল বাংলা সিনেমা জগতের ইন্দ্রপতনের আগের শেষ দুই দিন। ২২শে জুলাই ১৯৮০ দুপুরে লাঞ্চ বিরতির পর একটি শট ছিল। হঠাৎ কপালে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করল উত্তমকুমার। সবার চোখ তার দিকে। কপাল থেকে রক্ত পড়তে দেখা গেল। পরিচালক সলিল দত্ত দ্রুত এগিয়ে গিয়ে উত্তমকে বসিয়ে দিলেন। সেই দৃশ্যটি ছিল জয়পুরী অ্যাশট্রে নিক্ষেপের দৃশ্য। এর একটি টুকরো দরজায় লেগে তার কপালে আঘাত করে। ডিরেক্টর তাড়াতাড়ি প্যাক আপ করে ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। উত্তম কুমারের প্রাইভেট ডাক্তার যথাসময়ে এসে তাকে চেক আপ করলেন। এরপর পরিচালক সেদিনের জন্য শুটিং বন্ধ করতে চাইলেও উত্তম শুটিং বন্ধ করার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, কাজের সময় এমন ছোট-বড় ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু তা বলে শুটিং বন্ধ থাকবে কেন? শুটিং আবার শুরু হয়। ২৩ শে জুলাই, শুটিংয়ে যাওয়ার সময়, উত্তম লক্ষ্য করেন যে তার প্রিয় টেপ রেকর্ডারটি গাড়িতে নেই। প্রতিদিন তার অবসর সময়ে সেই টেপ রেকর্ডারের গান শুনতেন এবং ডায়লগ রেকর্ড করতেন। সব জায়গায় খোঁজ করেও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনা তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। অনেক মন খারাপ নিয়ে শুটিং স্পটে আসেন তিনি। সেদিন তিনি যে 'ওগো বধূ সুন্দরী' শেষ দৃশ্যটি শ্যুট করেছিলেন তার স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করা সুমিত্রা মুখার্জি রাগ করে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন এবং উত্তম বারবার দাড়ি কামিয়ে স্ত্রীকে থামানোর চেষ্টা করছিলেন এবং বললেন শেষ সংলাপ, আমিও দেখে নেবো আমার নাম গগন সেন। এই কথা বলতে বলতেই বুকে হাত দিয়ে সংলাপ শেষ করেন। 'ওগো বধূ সুন্দরী' শ্যুটিং ফ্লোরেই বড়সড় হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে শহরের এক নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবিটি মুক্তির সময় প্রেক্ষাগৃহে টিকিটের জন্য ব্যাপক উন্মাদনা দেখা দেয় এবং পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বাঙালি দর্শকরা তাদের আইডলকে পর্দায় শেষ কাজ দেখার জন্য সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ ভরে ফেলেছিল। চলচ্চিত্রটি সুপার হিট হয়ে ওঠে এবং এটি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম হিট সিনেমা হিসাবে বিবেচিত হয়। ছবিটিও সেই বছরে সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড করে। গগন (উত্তম কুমার) সামাজিকতা করতে পছন্দ করেন না, যখন তার স্ত্রী চিত্রা (সুমিত্রা মুখার্জি) পার্টিতে যেতে পছন্দ করতেন। একদিন, চিত্রার বন্ধু লোলা তাকে একটি পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়। কিশোর কুমারের কণ্ঠে 'এই তো জীবন' সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে কলকাতা বইমেলা শুরু হয়ে গেল এবং গগন যেতে চাইল। সাবিত্রী (মৌসুমী চ্যাটার্জি) ছোটবেলা থেকেই তার মামার সাথে থাকতেন। একদিন, তার মামা তাকে কিছু টাকার জন্য বিক্রি করে, সেখান থেকে সাবিত্রী পালিয়ে গগনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। গগনের পত্নী সাবিত্রীকে গগনের পড়ার ঘরে দেখে দাদার বাড়িতে চলে যায়। গগন এবং অবলাকান্ত (সন্তোষ দত্ত) সাবিত্রীকে শিষ্টাচার এবং ভদ্র সমাজের উপায় শিখতে সাহায্য করেছিলেন। একদিন, গগন সাবিত্রী এবং অবলাকান্তের মধ্যে একটি জোটের কথা ভাবেন। কিন্তু সাবিত্রী আবালকান্তকে বিয়ে করতে রাজি হননি।

এরই মধ্যে সন্দীপ (রঞ্জিত মল্লিক) এসে সাবিত্রীকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গগন তখন তাদের প্রেমের কথা বুঝতে পারে। তাই সে তার বাড়িতে সন্দীপ ও সাবিত্রীর বিয়ের আয়োজন করে। কিন্তু চিত্রার চাকর তাকে বলেছিল যে গগন সাবিত্রীকে বিয়ে করবে। তাই চিত্রা তার দাদার সাথে বাড়িতে আসে। অবশেষে চিত্রা বুঝতে পারে বর তার ভাই সন্দীপ। এত টানাপোড়েনের মধ্যেও সিনেমাটোগ্রাফি কমেডিয়ান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। 'মাই ফেয়ার লেডি' অবলম্বনে বাংলা ভাষায় নির্মিত হয় 'ওগো বধূ সুন্দরী'। কাহিনিতে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। জর্জ কুকার পরিচালিত এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রযোজিত ছবিটিতে এলিজা ডুলিটলের ভূমিকায় অড্রে হেপবার্ন এবং প্রফেসর হিগিন্সের ভূমিকায় অভিনয় করেন রেক্স হ্যারিসন।

প্রফেসর হিগিন্স যখন প্রথম এলিজাকে দেখেন তখন তাকে এক অদ্ভুত 'জীব' ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না। এলিজা তার কাছে যেন গবেষণাগারের গিনিপিগ। অনেক হাস্যকর ঘটনার মধ্য দিয়ে এলিজার আচরণ, তার উচ্চারণ তার ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটান হিগিন্স। রাষ্ট্রদূতের অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাচেস এলিজাবেথ বলে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

এলিজার পরিশীলিত আচরণ, তার চমৎকার কথাবার্তা, তার চালচলনে মনে হয় সে সত্যিই উচ্চ অভিজাত সমাজের এক নারী। এলিজাবেথ হয়ে দাঁড়ায় এক প্রহেলিকা। তার পরিচয় জানতে সবাই উদগ্রিব। অনেক তরুণ তার প্রেমে পড়ে। এদিকে এলিজা মনে মনে ভালোবাসে হিগিন্সকেই। ওগো বধূ সুন্দরীর সমস্ত গানই কাল জয়ী। সমস্ত গানের কথা লিখেছেন বিভূতি মুখোপাধ্যায়; সব গানের সুর করেছেন বাপ্পি লাহিড়ী । 'এই তো জীবন' 'ও বাবা ও মা' 'শিখতে তোমায় হবে' 'আমি একজন শান্ত শিষ্ঠ' 'নারীচরিত্র' গানগুলি এককথায় অসাধারণ।

মহানায়কের জীবনের নায়কোচিত শুরু যেমন করেছিলেন 'দৃষ্টিদান' ছায়াছবি দিয়ে তিনি জীবন এবং চলচিত্র থেকে প্রস্তান করলেন ওগো বধূ সুন্দরী সিনেমা দিয়ে। যা তার মৃত্যুর পরে রিলিজ হয়ে প্রত্যেকটা সিনেমা হলে প্রত্যেক শো ছিল হাউস ফুল বোর্ড ঝোলাতে হয়। এখন ডিজিটাল যুগে সিনেমাহল বিমুখ হলেও উত্তম কুমারের সিনেমা টিভিতে চললে আপামর বাঙালি ঠিক টিভির সামনে বসে যায়। তিনিই তো মায়হানায়ক। তার বিকল্প কেউ নেই, বা হতে পারবেও না।

গাছেরাও কথা বলে, সাড়া দেয়

শুভজিৎ বসাক

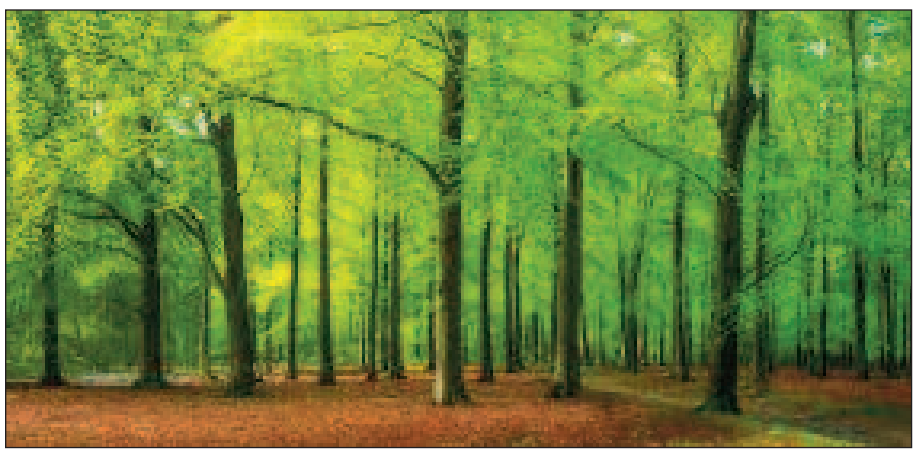

জগদীশচন্দ্র সেই ১৯২১ সালেই বলে গিয়েছিলেন যে গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র। পশু-পাখি-গাছেদের ভালোবেসে তাদের কথা বুঝতে পারতেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর পরেও অবশ্য এই নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। লেখা হয়েছে গোটা বই। 'দ্য হিডেন লাইফ অফ ট্রিজ' নামে একটি বইয়ে গাছে গাছে সঙ্কেত পাঠানোর কথা লেখা হয় এবং তার ওপরে ভিত্তি করে বিবিসি একটি তথ্যচিত্রও সম্প্রচার করে। 'প্রাইভেট লাইফ অফ প্লান্টস' নামে সেই ডকুমেন্টারি প্রবল জনপ্রিয় হয়। তবে গাছেরাও যে কথা বলে, একে অন্যের খোঁজ নেয়, হুঁশিয়ার করে আসন্ন বিপদ থেকে- সেটি এখন আর ধারণা নয়। এই তত্ত্ব এবার প্রমাণিত এবং এই প্রথম গাছেদের 'কথা বলা' ক্যামেরাবন্দী হয়েছে। রেকর্ড করলেন জাপানের বিজ্ঞানীরা। নেচার কমিউনিকেশনস জার্নালে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জাপানি গবেষক দলটি জানিয়েছে যে গাছের চারপাশে বায়ুবাহিত কম্পাউন্ডের এক রকম কুয়াশা ঘিরে থাকে। এই কম্পাউন্ড অনেকটা গন্ধের মতো যা গাছকে আশপাশে ঘনিয়ে আসা বিপদ সম্পর্কে ক্যালসিয়াম সঙ্কেত প্রেরণের সাহায্যে সচেতন করে। এই বায়ুবাহিত সঙ্কেত গাছ কীভাবে গ্রহণ করে ও তা নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হয়, সেটাই ভিডিওতে রেকর্ডিং করে দেখিয়েছেন গবেষকরা। সেই দেশের অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী টয়োটা ছাড়াও এই দলে ছিলেন পিএইচডি-পড়ুয়া ইয়ুরি আরাতানি এবং পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার তাকুয়া উয়েমুরা। দলটি দেখে যে পতঙ্গ বা অন্য কিছুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কোনও গাছ 'ভোলাটাইল অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস' (ভিওসি)-এর মাধ্যমে যে সঙ্কেত পাঠায়, তাতে একটি সুস্থ গাছ কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। এমন সঙ্কেত প্রেরণের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক বিপদের হাত থেকে বাঁচতে নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে গাছ। গাছে গাছে এই সঙ্কেতপ্রেরণ অনেকক্ষেত্রে তাদের বাঁচতে সাহায্যও করে। কিছু পাতা এবং শুঁয়োপোকা ভর্তি একটি পাত্রের সঙ্গে যুক্ত এয়ার পাম্পের সাহায্যে এই সঙ্কেত প্রেরণের বিষয়টি ক্যামেরাবন্দী করেন গবেষকরা। অন্য পাত্রে রাখা হয় সর্ষে জাতীয় গাছ, যার নাম অ্যারাবিডপসিস থালিয়ানা। সায়েন্স অ্যালার্ট' জানাচ্ছে, প্রথম পাত্রটিতে ছিল টোম্যাটো এবং ওই সর্ষে প্রকৃতির গাছের পাতা, যা খাওয়ানো হয় শুঁয়োপোকাগুলিকে। আলাদাভাবে সুস্থ পরিবেশে রাখা অ্যারাবিডপসিস থালিয়ানা গাছটি এই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, সেটাই ধরেছেন বিজ্ঞানীরা। এজন্য 'বায়োসেনর' নামে একটি ডিভাইস ব্যবহার করেছেন তাঁরা, যা বায়োলজিক্যাল এবং কেমিক্যাল প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করে। শুঁয়োপোকায় কাটা পাতার পাঠানো সঙ্কেতে সেই 'বায়োসেনর' ক্রমশ সবুজ হয়ে যায় এবং ক্যালসিয়াম আয়নের অস্তিত্ব মেলে গাছের পাশে। ক্যালসিয়াম সঙ্কেতের মাধ্যমে কমিউনিকেট করে মানবশরীরও। সেই সঙ্কেত বিপন্ন গাছগুলির কাছ থেকে পৌঁছায় সুস্থ গাছটির কাছে। দেখা গিয়েছে যে এই দ্বিতীয় গাছটি তখন পাতা ছড়িয়ে দিয়ে হু-হু করে পাল্টা ক্যালসিয়াম সঙ্কেতের সিগন্যালিং পাঠাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের অভিমত যে বায়ুবাহিত বিপদ সঙ্কেতে কখন, কোথায়, কীভাবে গাছ প্রতিক্রিয়া জানায় যা সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না, সেটা দিয়েই গাছ আশপাশের বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচায়। একই পদ্ধতি লজ্জাবতী লতার উপরেও প্রয়োগ করেন গবেষকরা এবং সেক্ষেত্রেও ক্যালসিয়াম সঙ্কেতের বিষয়ই সামনে উঠে এসেছে।

২০১৮ সালে অ্যারিজোনার সাহিত্যিক রিচার্ড গ্রান্ট একটি জার্নালে জানিয়েছিলেন যে জার্মানির একটি ওক এবং বিচ গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তিনি হেঁটে যাওয়ার সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল যেন গাছগুলি একেবারে জেগে উঠে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যা থেকে ওরা বাঁচতে চায়। ২০২১ সালে পরিবেশবিদ সুজান সিমার্ডও বলেন যে গাছ একধরনের সামাজিক প্রাণ। কো-অপারেটিভ পথে কমিউনিকেট করে তারা।

অতএব পরিবেশের উন্নয়নের সমান্তরালে যে কত গাছ নিধন করা হয় এবং একইসাথে প্রাণেরও হত্যা করা হয় সেই কথা অবশেষে বিজ্ঞানের দৌলতে প্রমাণিত আর এও সত্যি পৃথিবীতে গাছের অস্তিত্ব না থাকলে এই বিপুল প্রাণী বৈচিত্র্যেরও উদ্ভব হতো না শুধুমাত্র অক্সিজেনের অভাবে। আর এবার সেই কথা জাপানি গবেষকরা ফুটেজে দেখিয়ে দিলেন, বাঙালি বিজ্ঞানীর প্রথম বলা কথাগুলো কতখানি প্রাসঙ্গিক ছিল, ১০৩ বছর আগেই।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

MEGATHERM INDUCTION LIMITED

(Formerly known as Megatherm Induction Private Limited)

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of "Megatherm Transmission & Distribution Private Limited" on October 22, 2010 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. Further, pursuant to the special resolution passed by the shareholders in the Extra Ordinary General Meeting held on September 16, 2015 the name of our Company was changed from "Megatherm Transmission & Distribution Private Limited" to "Megatherm Induction Private Limited" and a fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal dated September 23, 2015. Subsequently, pursuant to Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting, held on November 15, 2022, our Company was converted into a Public Limited Company and consequently the name of our Company was changed from "Megatherm Induction Private Limited" to "Megatherm Induction Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated December 20, 2022, issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. For further details please refer to chapter titled **"History and Corporate Structure"** beginning on page 130 of the Prospectus.

Registered Office: Plot- L1 Block GP, Sector V, Electronics Complex, Saltlake City Kolkata-700091, West Bengal, India.
Tel No: + 91 33 4088 6200; **E-mail:** cs@megatherm.com; **Website:** www.megatherm.com; **Contact Person:** Abanti Saha Basu, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTER: SHESADRI BHUSAN CHANDA, SATADRI CHANDA AND MEGATHERM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

Our Company is engaged in the business of manufacturing of induction heating and melting products by means of electric induction like induction melting furnace and induction heating equipment.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 49,92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF MEGATHERM INDUCTION LIMITED ("OUR COMPANY" OR "MIL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 108 PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF 98 PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 5391.36 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 2,50,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 108 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 270.86 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 47,41,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 108 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 5120.50 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.16% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS.10 AND ISSUE PRICE IS RS. 108 THE ISSUE PRICE IS 10.8 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE
ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: RS. 108 PER EQUITY SHARE
THE ISSUE PRICE IS 10.8 TIMES OF THE FACE VALUE

BID/ ISSUE PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: THURSDAY, JANUARY 25, 2024
BID / ISSUE OPENED ON: MONDAY, JANUARY 29, 2024
BID / ISSUE CLOSED ON: WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024

RISKS TO INVESTORS:

a) Our loan agreements requires our Corporate Promoter to pledge Equity Shares of our Company with lenders. Any breach by our Company of certain covenants under the financing agreements may entitle these lenders to exercise their rights under the financing agreements and reduce the shareholding of our Corporate Promoter, which may adversely affect our business.

b) The Merchant Banker associated with the Issue has handled 39 public issue in the past three years out of which none Issue closed below the Issue Price on listing date.

c) Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Individual and Corporate Promoter is

Sr. No.	Name of the Promoter	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Shesadri Bhusan Chanda	6.67
2.	Satadri Chanda	6.39
3.	Megatherm Electronics Private Limited	13.77

and the Issue Price at the upper end of the Price Band is Rs. 108 per Equity Share.

d) The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2023 for the company at the upper end of the Price Band is 10.68.

e) Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2021, 2022, 2023 is 16.30%.

f) The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of Prospectus is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Upper end of the Price Band (Rs. 108) is 'X" times the weighted Average cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last 1 year	0.00	NA	0-0
Last 18 months	0.00	NA	0-40
Last 3 years	0.85	127.06	0-40

g) The Weighted average cost of acquisition compared to floor price and cap price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 100)	Cap price (i.e. ₹ 108)
Weighted average cost of acquisition of primary Issuance (exceeding 5% of the pre Issue Capital)	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition (exceeding 5% of the pre Issue Capital)	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition of past primary issuances / secondary in last 3 years	0.85	117.65 times	127.06 times

Note:
^ There were no primary or secondary transactions exceeding 5% of the pre Issue Capital in last 18 months from the date of the Prospectus.

PROPOSED LISTING: MONDAY, FEBRUARY 05, 2024*

The Issue was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager has allocated upto 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"). Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue was made available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 251 of the Prospectus.

The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited. The trading is proposed to be commenced on or before Monday, February 05, 2024*

**Subject to the receipt of listing and trading approval from the NSE (NSE Emerge).*

The bidding for Anchor Investors opened and closed on Thursday, January 25, 2024. The Company received 6 Anchor Investors applications for 15,04,800 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at Rs. 108/- per Equity Share. A total of 14,22,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investors portion aggregating to Rs. 15,35,76,000/-.

The Issue (excluding Anchor Investors Portion) received 296538 Applications for 651994800 Equity Shares (after bid not banked cases and before technical rejection) resulting 182.63 subscription (including reserved portion of market maker). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (before technical rejections):

Detail of the Applications Received (excluding Anchor Investors Portion):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (Rs.)
1	Market Maker	1	250800	250800	1.0000	27086400
2	Qualified Institutional Buyers (excluding Anchor Portion)	60	97785600	948000	103.1494	10560844800
3	Non-Institutional Bidders	18529	220420800	711600	309.7538	23802252000
4	Retail Individual Investors	277948	333537600	1659600	200.9747	36019248000
	TOTAL	**296538**	**651994800**	**-**	**-**	**70409431200**

Final Demand:
A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	Bids Quantity	% of Total	Cumulative Total	% Cumulative Total
1	100.00	584400	0.08	584400	0.08
2	101.00	57600	0.01	642000	0.09
3	102.00	55200	0.01	697200	0.09
4	103.00	26400	0.00	723600	0.10
5	104.00	112800	0.02	836400	0.11
6	105.00	186000	0.03	1022400	0.14
7	106.00	214800	0.03	1237200	0.17
8	107.00	295200	0.04	1532400	0.21
9	108.00	549960000	74.74	551492400	74.95
10	CUT OFF	184346400	25.05	735838800	100.00
-		**735838800**	**100**	-	**100.00**

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being National Stock Exchange of India Limited (NSE Emerge) on February 01, 2024.

1) Allotment to Retail Individual Investors (After Technical Rejections):

The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 108 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 196.99 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 16,59,600 Equity Shares to 1383 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Shares Allotted
Retail Individual Investors	272433	100	326919600	100	1200	1:197	1659600

2) Allotment to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Issue Price of Rs. 108 per Equity Share or above, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 303.58 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 7,11,600 Equity Shares to 460 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under (Sample Basis):

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% of Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	No. of Equity shares alloted per Applicant	Ratio	Total No. of shares alloted
2400	11539	63.38	27693600	12.81	1200	6:911	91200
3600	1668	9.16	6004800	2.77	1200	9:883	20400
4800	628	3.44	3014400	1.39	1200	2:157	9600
6000	428	2.35	2568000	1.18	1200	7:428	8400
20400	16	0.08	326400	0.15	1200	1:16	1200
21600	30	0.16	648000	0.29	1200	1:15	2400
36000	31	0.17	1116000	0.51	1200	3:31	3600
54000	9	0.04	486000	0.22	1200	1:9	1200
69600	3	0.01	208800	0.09	1200	1:3	1200
86400	3	0.01	259200	0.11	1200	1:3	1200
87600	5	0.02	438000	0.2	1200	1:5	1200
105600	3	0.01	316800	0.14	1200	1:3	1200
156000	2	0.01	312000	0.14	1200	1:2	1200
188400	3	0.01	565200	0.26	1200	2:3	2400
192000	1	0	192000	0.08	1200	1:1	1200
210000	1	0	210000	0.09	1200	1:1	1200
235200	1	0	235200	0.1	1200	1:1	1200
256800	1	0	256800	0.11	1200	1:1	1200
282000	1	0	282000	0.13	1200	1:1	1200
330000	1	0	330000	0.15	1200	1:1	1200
404400	1	0	404400	0.18	1200	1:1	1200
463200	1	0	463200	0.21	1200	1:1	1200
654000	1	0	654000	0.3	2400	1:1	2400
1017600	1	0	1017600	0.47	3600	1:1	3600
1023600	1	0	1023600	0.47	3600	1:1	3600
2289600	1	0	2289600	1.05	7200	1:1	7200
2301600	1	0	2301600	1.06	7200	1:1	7200
2304000	1	0	2304000	1.06	7200	1:1	7200
2371200	9	0.04	21340800	9.87	7200	1:1	64800
2371200		0		0	1200	5:9	6000

3) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Technical Rejections):

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of Rs. 108 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 103.15 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 948000 Equity Shares, which were allotted to 58 successful Applicants.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	VC'S	TOTAL
QIB	158400	-	15600	324000	204000	246000	-	948000

4) Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections):

The Company in consultation with the BRLM has allocated 14,22,000 Equity Shares to 6 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of Rs. 108 per Equity Shares in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of the QIB Category.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	OTHERS	TOTAL
ANCHOR	-	-	-	556800	298800	566400	-	1422000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on February 01, 2024 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being NSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before February 02, 2024. In case the same is not received within ten days, Investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on February 02, 2024 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from NSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence trading on February 05, 2024.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated February 01, 2024 filed with the Registrar of Companies, Kolkata ("RoC").

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at website: www.bigshareonline.com

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The Merchant Banker associated with the issue has handled 39 public issues in the past 3 years all of which were SME IPOs.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
Address: : S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, Maharashtra, India. **Telephone:** +91 22 6263 8200; **Facsimile:** +91 22 6263 8299
Email: ipo@bigshareonline.com; **Investor Grievance Email:** investor@bigshareonline.com
Website: www.bigshareonline.com ; **Contact Person:** Babu Raphel;
SEBI Registration Number: MB/INR000001385; **CIN:** U99999MH1994PTC076534

On behalf of Board of Directors
Megatherm Induction Limited
Sd/-
Abanti Saha Basu
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata, West Bengal
Date: February 02, 2024

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF MEGATHERM INDUCTION LIMITED

Disclaimer: *Megatherm Induction Limited has filed the Prospectus with the RoC on February 01, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com and the Company at: www.megatherm.com, and shall also be available on the website of the NSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see **"Risk Factors"** beginning on page 25 of the Prospectus.*
*The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.*

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর নৃশংস খুনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মালদায় থাকাকালীন নাবালিকা ছাত্রী নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেল, তাহলেই বোঝা যাচ্ছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কোথায়? রবিবার সকালে মৃত ১১ বছর বয়সি পঞ্চম শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর রাজ্য প্রশাসনকে এই ভাবেই নিশানায় নিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এদিন মৃত নাবালিকা পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর ইংরেজবাজার শহরের পুড়াটুলি বাঁধরোড এলাকায় বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, মালদায় ড্রাগসের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। যে ছেলেটি ওই নাবালিকা ছাত্রীকে খুন করেছে, সেই শ্রীকান্ত কেশরী মাদকাসক্ত ছিল। আমরা মৃত ছাত্রীর বাবার সঙ্গেও কথা বলে তা জানতে পেরেছি। এই ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ ও প্রশাসন যে ব্যর্থ তার প্রমাণ

আজও সবাই দেখতে পাচ্ছে। কারণ, ইংরেজবাজারের আম মার্কেটের যেখানে ওই ছাত্রী দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেখানে আজও চশমা পড়ে রয়েছে। দেহ উদ্ধারের জায়গাটা কোনও রকম ভাবে ঘেরা হয়নি। ফলে সেখানে প্রমাণ কি থাকবে? আমাদের ধারণা একা ওই অভিযুক্তের পক্ষে এইভাবে মুন্ডু কেটে খুন করাটা অসম্ভব ব্যাপার। পুলিশকে দেখতে হবে এর পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা। এদিন সুকান্ত মজুমদার দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে মৃত পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সৃষ্টি কেশরীর বাড়িতে যান এবং ছাত্রীর বাবা মনোজ কেশরীর সঙ্গে কথা বলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে সমবেদনা জানান। এরপরই ইংরেজবাজার শহরের বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, বিভিন্ন মহল থেকে ড্রাগসের বেআইনি কারবার নিয়ে অভিযোগ উঠছে। অথচ পুলিশ নীরব রয়েছে। আমাদের ধারণা এই ড্রাগ চক্রের পিছনে বড় কোনও মাথা জড়িত রয়েছে। সাংসদ সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, গত ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ওই নাবালিকা ছাত্রীটি নিখোঁজ হয়ে গেল। তার বাবা ইংরেজবাজার থানায় গিয়ে অপহরণের অভিযোগও করলেন। ৩০ জানুয়ারি মালদায় মুখ্যমন্ত্রী সভা হল, পুলিশ প্রশাসন তাতেই ব্যস্ত থাকল। তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? আমরা চাই এই নাবালিকা ছাত্রীর খুনের ঘটনার গভীর তদন্ত হোক।

এদিন অভিনেতা দেব প্রসঙ্গে সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, দেব অত্যন্ত ভালো মানুষ। কিন্তু তার একটি সিনেমায় কয়লা পাচার এবং গরু পাচারের কালো টাকা লগ্নি করা হয়েছে। ফলে দেবকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি ডেকে পাঠিয়েছিল। এমনকী দেব তৃণমূলের একটি কমিটিতে থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। আমরা শুনতে পাচ্ছি আগামী লোকসভা নির্বাচনে দেবের দাঁড়ানোর কোনও ইচ্ছে নেই। তাকে এখন জোর করা হচ্ছে।

পরীক্ষার্থীদের উত্যক্ত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: মাধ্যমিক সেন্টারের বাইরে ঝামেলা গন্ডগোল বাধানো অভিযোগের অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার তিন যুবককে রবিবার আদালতে পেশ করল পুলিশ। অভিযুক্ত তিন যুবকের নাম সবুজ মোল্লা, শফিকুল মোল্লা ও সাদ্দাম মণ্ডল। এদের বাড়ি ন্যাজাট ও বাদুড়িয়াতে। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের স্যান্ডেলের বিল এসটিএস মদন মোহন বিদ্যাপীঠের পরীক্ষার্থীরা ঢোকার সময় সেন্টারের বাইরে ওই

তিন দুষ্কৃতীর মোটরবাইকে করে এসে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ কটুক্তি করে পরীক্ষার্থীদের। এই নিয়ে ছাত্রী ও তার অভিভাবকদের সঙ্গে রীতিমতো গন্ডগোল ঝামেলা বেধে যায় ওই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে। অভিযোগের ভিত্তিতে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে এক রাউন্ড গুলি সহ একটি পিস্তল, গ্যাস কাটার, ভোজালি, লোহার রড সহ একাধিক সরঞ্জাম। এদের বিরুদ্ধে বসিরহাট পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ৩৯৯ ধারায় মামলা রুজু করে এদিন তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

একশো দিনের কাজ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী

পাল্টা জবাব দিলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একশো দিনের কাজ প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন। রাজ্যের বকেয়া টাকা না দেওয়া নিয়ে তিনি বলেন, বিজেপির বাবার টাকা না, মোদির পকেটেরও টাকা না, বাংলার গরিব মানুষের অধিকারের টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা আটকে রেখেছে। আরামবাগে সভা করতে আসছেন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মাঠ পরিদর্শনে এসে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিরোধীরা কি বলবেন, ভারতের স্বাধীনতার পর এত নিম্নমানের বিরোধী দল বাংলার মানুষ দেখেনি। দুই বছর আগে বাংলার গরিব মানুষ ১০০ দিনের কাজ করেছিল। প্রায় একুশ লক্ষ মানুষের শ্রমের টাকা দেয়নি। শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার চক্রান্ত করে দিল্লি গিয়ে আটকে রেখে দিয়েছে। যে রাজ্য সারা ভারতবর্ষের মধ্যে চার বছর ধরে প্রথম হয় সেই রাজ্যের একশো দিনের কাজ দুই বছর ধরে বন্ধ করে দিয়েছে। ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার মাটির বাড়ির তালিকা দুই বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা করেছিলাম। সেই মাটির বাড়ির টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি। কেবল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এই সব করা হচ্ছে। যেহেতু ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে

বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাই বাংলার সাধারণ মানুষকে ও গরিব মানুষকে কেন্দ্রীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত করাই ওদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই টাকা তো বাংলার মানুষের হকের টাকা। কারণ প্রতিদিন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। প্রায় বছরে লক্ষ কোটি টাকার উপর কর সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। সেই করের একটি অংশ প্রকল্পের মাধ্যমে কোনটায় ৫০ শতাংশ বা ৬০ শতাংশ দেয়। সেই টাকাটা তারা বন্ধ করে রাখতে পারে না। বাংলার মানুষের টাকা তুলে নিয়ে গিয়ে গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র বা উত্তরপ্রদেশে খরচ করবে, এটা হতে পারে না। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব আমাদের লড়াই চলছে। বাংলার মানুষের জন্যই মুখ্যমন্ত্রী আছেন। আর বিরোধীরা আছে ইডিতে, আছে সিবিআইয়ে।

অপরদিকে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রীর বক্তব্যের পাল্টা কটাক্ষ করেন আরামবাগের পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তিনি বলেন, ওনার আরও দায়িত্বান হওয়া উচিত ছিল। আমি বলব, এটা তৃণমূলেরও বাপের টাকা না। একশো দিনের কাজের টাকা চুরি করে বুথ স্তরের তৃণমূল হার্মাদদের পকেট ভরানো হচ্ছিল। তাই চুরি বন্ধ করতে টাকা আটকানো হয়েছে। বাংলার মানুষের হকের টাকা স্বচ্ছ ভাবে আসবে। এটা মোদিজি গ্যারেন্টি দিয়েছেন। এই মাঠ পরিদর্শনে এদিন মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্য, পুলিশ সুপার গ্রামীণ কামোনাশিস সেন, আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই এবং তৃণমূল নেত্রী অসীমা পাত্র, অরিন্দম গুঁইন, স্বপন নন্দীসহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

দেবের ইস্তফাকে কটাক্ষ করে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: তিন-তিনটি প্রশাসনিক পদ থেকে ঘাটালের তারকা সাংসদ দীপক অধিকারী ইস্তফা দেওয়ায় জেলা জুড়ে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দেবার পর তৃণমূল সাংসদকে কটাক্ষ করে ঘাটাল শহরের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগিয়েছে বিজেপি। রবিবার সেই পোস্টার হাতে বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট সহ দলের কর্মীদের পাঁশকুড়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় দেখা গেছে। ঘাটালে বিজেপি বিধায়কের দাবি, ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী একাধিক দুর্নীতিতে যুক্ত। সেসব ঢাকতেই

তিনি পদত্যাগ করেছেন। দেবের এই পদত্যাগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ঘাটালের সাংসদ প্রশাসনিক এই তিনটি পদ থেকে কেন ইস্তফা দিলেন তা সাংসদ বা দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি।

পিচ কিউরেটরের মৃত্যুতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার মানকুণ্ডুতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক পিচ কিউরেটরের। ঘটনার জেরে উত্তাল এলাকা। অর্পণ পাল (২৬)। মানকুণ্ডু মিলননগরের বাসিন্দা অর্পণ। বাংলা ক্রিকেট সংস্থা (সিএবি) থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তিনি। পিচ কিউরেটরকে দিয়ে বিদ্যুতের নানা কাজও করানো হত বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, মানকুণ্ডু স্পোর্টিং ক্লাবে পিচ কিউরেটরের কাজ করতেন ।গত দশ বছর ধরে ক্লাবের মাঠ পিচ দেখাশোনা করতেন। পাম্প চালিয়ে জল বের করার সময় বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট হন। মাঠে সে সময় আরও একজন কাজ করছিলেন। তিনিই দেখ তে পেয়ে ক্লাবে খবর দেন। অর্পণকে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এরপরই মৃতের পরিবার ও পাড়ার লোকজন দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি করেন।

মৃত যুবকের প্রতিবেশী মিঠুন নন্দীর দাবি, ‘অর্পণ মাঠের পিচ প্রস্তুত থেকে সব কাজ করত। ও ইলেকট্রিকের কাজ জানত না। তাও ওকে দিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ করানো হত। বিদ্যুতের কাটা তার জলে পরে থাকায় তা থেকে শর্ট সার্কিট হয়েছে। একটা তরতাজা ছেলে চলে গেল। ক্লাব সম্পাদক ওকে দিয়ে সব কাজ করাত। অথচ মৃত্যুর পর ওর বাবা-মায়ের কী হবে তা ভাবছে না।’

পরে ক্লাব সম্পাদক সঞ্জয়

কর্মকার দাবি করেন, ‘অর্পণ আমাদের মাঠের পিচ দেখাশোনা করত। আমরা ওদের দাবি মেনে এখন দু’লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওর বাবা-মাকে প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। দু’জনের মেডিক্লেমও করে দেওয়া হবে।’

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বেসরকারি ইন্ডাস্ট্রির কোটি টাকার সামগ্রী,

৩ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে নষ্ট হল প্রায় কোটি টাকার সামগ্রী। শনিবার মধ্যরাতে পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর শিল্পাঞ্চল এলাকায় গুজরাত অম্বুজা স্টার্চ ইন্ডাস্ট্রিতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে ইংরেজবাজার শহর থেকে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ওই ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে পৌঁছয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। রাত সাড়ে বারোটা থেকে শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। চলে মধ্যরাত পর্যন্ত। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি কিভাবে ঘটল তা পরিষ্কার নয়। তবে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।

পুরাতন মালদা শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত গুজরাত আম্বুজা স্টার্চ ইন্ডাস্ট্রির কমার্শিয়াল ম্যানেজার রঞ্জন নিয়োগী জানিয়েছেন, প্রতিদিনই এই ইন্ডাস্ট্রিতে অধিক রাত পর্যন্ত কাজকর্ম হয়ে থাকে। এদিন শনিবার থাকার কারণেই কিছুটা আগেই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এরপরই রাত বারোটা নাগাদ জানতে পারি ইন্ডাস্ট্রির গোডাউনের আগুন লেগেছে। প্রায় ২৫০ টন ভুট্টা সহ নানা সামগ্রী পুড়ে নষ্ট হয়েছে। যার মূল্য প্রায় কোটি টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। কি করে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটল তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। পুরো বিষয়টির দমকল এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা তদারকি করে দেখছে।

রবিবার সকাল থেকে গুজরাত অম্বুজা স্টার্চ ইন্ডাস্ট্রিতে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে নতুন করে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা তদন্তে এসেছেন। ওই ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরা আপাতত তদন্তের জন্যই অবাধ প্রবেশ বন্ধ রেখেছে বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা শিল্পাঞ্চল এলাকায় গুজরাত অম্বুজা ইন্ডাস্ট্রিতে ভুট্টা থেকেই নানান ধরনের খাদ্য সামগ্রী উপকরণ তৈরি করা হয়। যা মূলত দিল্লি, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাজ্যে রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

মেদিনীপুর সদর ব্লকে শিশু বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর গুড়গুড়ি পাল থানার ফুলপাহাড়ি গ্রামে এক দম্পতির বিরুদ্ধে সদ্যোজাত এক কন্যা সন্তানকে বিক্রি করার অভিযোগ উঠল। পেশায় রাজমিস্ত্রি অমর দাস ও তার স্ত্রী শিবানী সিং ফুলপাহাড়ি এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকে। ওই দম্পতির ৭টি সন্তান রয়েছে। অভিযোগ, কয়েকদিন আগে জন্ম নেওয়া অষ্টম কন্যা সন্তানটিকে আরামবাগের এক ব্যক্তির কাছে এই দম্পতি বিক্রি করে দিয়েছে। কন্যা সন্তানটির মা শিবানী সিং শিশুটিকে বিক্রি করার কথা মানতে না চাইলেও স্বীকার করেছেন, তিনি একজনকে তার কন্যা সন্তানটি দিয়েছে যাতে সে ভালো ভাবে মানুষ হয়। এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন, তারাও বাচ্চাটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে শুনেছেন। স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মৌসুমী দত্ত জানান, কয়েকদিন আগে পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্যদের সঙ্গে শিবানীর কথা হয়েছিল। বলা হয়েছিল বাচ্চাটিকে কাউকে যেন না দেয়। দু’তিন দিন আগে জানতে পারি বাচ্চাটি আর শিবানীর কাছে নেই। অন্যদিকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দিপালী রায় বলেন, ওই মহিলা এই এলাকার নয়, কিছুদিন হল ভাড়াতে এসেছে। শিশু বিক্রির বিষয়টি জানিও না। আপনাদের কাছ থেকেই শুনলাম। প্রশাসনকে পুরো ঘটনাটা জানাব।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** এবং ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে ২১.০২.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি’-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২১.০২.২০২৪

সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - ‘আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।’

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : জিআরএস প্রোজেক্টস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি, ডিরেক্টর/জামিনদাতা : ১) শ্রী সৌমিক ঘোষ,** পিতা শ্রী প্রশান্ত ঘোষ, **২) শ্রীমতি রাজরূপা ঘোষ,** স্বামী শ্রী সৌমিক ঘোষ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-২, উত্তর-পূর্ব দিকে, তৃতীয়তলে, পরিমাণ আনুমানিক ৮৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত -সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা- কৈখালি, জেএল নং -৫, আরএস দাগ নং ৫২৬, খতিয়ান নং ২৮০, খণ্ড খতিয়ান নং ৫১৩, প্রেমিসেস নং ১৫৬/৩৩, মালিরবাগান, কৈখালি, থানা-এয়ারপোর্ট জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, ৭০০০৫২। **(দান দলিল নং ৫২০৮-২০০৬ সালের এবং সংশোধিত দলিল নং ২৫৩৬-২০০৭ সালের, অনুযায়ী সৌমিক ঘোষ এর নামে (দখলের ধরন : স্বত্ব দখলীকৃত)**	ক) ২১,০৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,১০,৭০০.০০ টাকা	৬,৪০,০২,২৫৯.০০ টাকা এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট ৩১.০১.২০২০ অনুযায়ী যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৫.০২.২০২৪	ক. নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত
	সম্পত্তির অনুসন্ধান — এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in / ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN100001798356 / সম্পত্তির অবস্থান / ফটোগ্রাফ / ভিডিও			
২	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স টর্ন ভিডিওটিক্স প্রা লি, প্রয়াত শেফালি গুহ-জামিনদাতার আইনি উত্তরাধিকারী : ১) শ্রী অভিজিৎ গুহ, ২) শ্রীমতি গৌতমী ধর, ৩) শ্রীমতি গোপা দত্ত রায়, ৪) শ্রীমতি রূপা ঘোষ জামিনদাতা - ১) শ্রীমতি সর্বাণী গুহ, ২) শ্রীমতি শর্বরী ঘোষাল, ৩) বিশ্বজিৎ গুহ** পিতা প্রয়াত এ আর গুহ, ৭) **কেতন** মৈত্র পিতা প্রয়াত বি মৈত্র। **সম্পত্তি নং : ০১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট - ২ বেড রুম, ১ বাথ রুম এবং ১ প্রিভি সহ, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন এবং ১ বারান্দা ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ১/১৩ অংশের অংশীদার মাকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি এবং নির্মাণ পরিমাণ ৭ কাঠা ৩ ছটাক ১৮ বর্গফুট কমবেশি কলকাতা পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৭৪/ডি/১, রহিম ওস্তাগর রোড, থানা-লেক, কলকাতা -৭০০০৪৫, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৫ বর্গফুট কমবেশি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস ১ম তলে জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে : পোদ্দারের জমি এবং সাধারণ চলার পথ যা রহিম ওস্তাগর রোড পর্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : বসাক এর জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী গুহ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০১১৫১-২০০৬ সালের।** **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	সম্পত্তি নং ১ ক) ২৩,১০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩১,০০০.০০ টাকা	৯,৭৪,৬৬,৭৩৯.৪৫ টাকা (নয় কোটি চুয়াত্তর লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশো উনচল্লিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) টাকা ৩১.০৮.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ। আপনি আরও চুক্তির হার অনুযায়ী উক্ত পরিমাণের উপর সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দানে দায়বদ্ধ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৫.০২.২০২৪	ক. নেই খ. সম্পত্তি নং ১ স্বত্ব দখলীকৃত
	সম্পত্তি নং ১ অনুসন্ধান — এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in / ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN200003224267 / সম্পত্তির অবস্থান / ফটোগ্রাফ / ভিডিও			
৩	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স খান কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড সাপ্লায়া, স্বত্বা : প্রয়াত ইমরান খান, শ্রীমতি নাসিমা বেগম খান** (প্রয়াত ইমরান খানের আইনি উত্তরাধিকারী), স্বামী প্রয়াত ইমরান খান। **শ্রী মুজিবুর রহমান খান,** পিতা জয়নাল আবেদিন খান, **প্রয়াত ইমরান খানের -সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আইনি উত্তরাধিকারীগণ।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ০৮.০০ ডেসিমেল কমবেশি বাস্তু জমি এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন, অবস্থিত তৌজি নং ২৮৭৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৬, সিএস খতিয়ান নং ৯১ আরএস খতিয়ান নং ১২৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৮০, মৌজা : মহবৎ নগর, জেএল নং ১৪১ হাল জেএল নং ১২২, থানা : মথুরাপুর, হাল থানা রায়দিঘি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : অংশত প্লট নং ৭০৬, দক্ষিণে : অংশত প্লট নং ৭০৬, পূর্বে : অংশত প্লট নং ৭০৬, পশ্চিমে : সড়ক। **সম্পত্তি মুজিবুর রহমান খান এর নামে উল্লেখ দলিল নং ১-২৬০-১৯৮২।**	ক) ৩৩,৫৩,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৩৫,৩০০.০০ টাকা	৫৪,১৫,৫৫০.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ পনের হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা) টাকা ১৫.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৫.০২.২০২৪	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত (স্বত্ব দখলের জন্য জেলাশাসকের নির্দেশ প্রাপ্ত)
	সম্পত্তির অনুসন্ধান — এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in / ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN15196020307 / সম্পত্তির অবস্থান / ফটোগ্রাফ / ভিডিও			
৪	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ইন্ডাস ভ্যালি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ১) শ্রী অমিতাভ সেনগুপ্ত, ২) শ্রী মহুয়া সেনগুপ্ত, ৩) শ্রীমতি মঞ্জুলা সেন,** স্বামী শ্যামল সেন। **সম্পত্তি নং ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থ তলে, (পশ্চিম দিকে) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭৯০ বর্গফুট কমবেশি, ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং রুম/স্পেস, ১ টয়লেট এবং সমুদয় ফিটিংস, ফিক্সচার, লাইট, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন, দরজা, জানালা, গ্রিল, বসবাসের জন্য যা প্রয়োজনীয় এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৫ ছটাক কমবেশি তদস্থিত ৪ তলা বসবাসের ভবন, অবস্থিত সিএস প্লট নং ২৪১২ (অংশ), ই পি নং ৯২৩, মৌজা: আরকপুর, জেএল নং ৩৯, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৬, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৪/১১/৪৫, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, ডাক প্রেমিসেস ১১/৩, বিজয়গড় কলোনি থানা : যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, এডিএসআর, আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত কমবেশি বিশেষভাবে স্বত্ব দলিলে উল্লেখিত মতে : ১-০০২৪৪-২০০৭ এবং দান দলিল নং ১-০২৭৩৩ -২০০৯। সম্পত্তি মহুয়া সেনগুপ্ত এর নামে। **সম্পত্তি নং ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থ তল (পূর্ব দিকে) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৮১০ বর্গফুট কমবেশি, ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং রুম/ স্পেস, ২ কাঠা ১৫ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত ৪ তলা বসবাসের ভবন অবস্থিত সিএস প্লট প্লট নং ২৪১২ (অংশ) ই পি নং ৯২৩, মৌজা : অর্কপুর, জেএল নং ৩৯, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৬ অধীন, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৪/১১/৪৫, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, ডাক প্রেমিসেস নং ১১/৩, বিজয়গড় কলোনি, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৩২, এডিএসআর , অলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত কমবেশি স্বত্ব দলিলে বিশেষভাবে উল্লিখিত মতে : ১-০০২৪৪-২০০৭ এবং দান দলিল নং ১-০২৭৩৩-২০০৯ সালের। সম্পত্তি মহুয়া সেনগুপ্তর নামে।	সম্পত্তি নং ১ ক) ১৮,৭৪,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৭,৪০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২ ক) ১৯,২১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯২,১০০.০০ টাকা	৭,৪৪,৪২,২৮২.০০ টাকা ৩১.০৩.২০১৬ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত বকেয়া সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১৫২০ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৫.০২.২০২৪	ক. নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত
	সম্পত্তি নং ১ অনুসন্ধান — এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in / ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN19196020309 / সম্পত্তির অবস্থান / ফটোগ্রাফ / ভিডিও			
	সম্পত্তি নং ২ অনুসন্ধান — এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in / ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN19196020308 / সম্পত্তির অবস্থান / ফটোগ্রাফ / ভিডিও			

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৫.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বিমানবন্দরে স্থানীয়দের কাজে বেনিয়মের অভিযোগ

নাম না করে দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: স্থানীয়দের কাজে নিয়োগের দাবিতে রবিবার অণ্ডাল বিমানবন্দরে প্রবেশ পথের পাশে সমাবেশ করল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। সেখানেই তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা শ্রমিক নেতা কালোবরণ মণ্ডলের দাবি, একশ্রেণির নেতা এই প্রজেক্টে বাইরে থেকে লোক এনে নিয়োগ করছেন এবং তাঁদের পকেট ভরছেন। মঞ্চে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটকের সামনে কালোবরণ মণ্ডল নাম না করেই দলেরই একশ্রেণির নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বলে মত রাজনৈতিক নেতাদের। তিনি দাবি করেন, দলের জেলা নেতৃত্বদের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের করা প্রয়োজন, না হলে আগামী দিনে এই বিমানবন্দর এলাকায় আন্দোলন হবে সামগ্রিক ভাবে।

কালোবরণ মণ্ডলের আরও দাবি, দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক ও অণ্ডাল ব্লকের একাধিক মৌজার জমি অধিগ্রহণ করেই অণ্ডাল বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিমানবন্দরে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান সে ভাবে হয়নি। কর্তৃপক্ষ নিজেদের মর্জিমতো বাইরে থেকে লোক এনে কাজে নিয়োগ করেছে। আগামী দিনে এই জিনিস আর মানা হবে না, নিয়োগে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে উক্ত দু'টি ব্লকের বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়োগের দাবিতে সংগঠন কাজ করবে বলে দাবি করেন কালোবরণবাবু।

এদিন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটকের দাবি, বিমানবন্দরে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন থাকলেও তা সক্রিয় নয়। সংগঠনকে সক্রিয় করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। দ্রুত নতুন কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটির নেতৃত্বেই সংগঠন শ্রমিক স্বার্থের কাজ করবে। আগামী দিনে বিমানবন্দর এলাকায় অনুসারী শিল্পে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। কর্মী নিয়োগ ক্ষেত্রে যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে, সেই বিষয়ে সংগঠনকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন অভিজিৎবাবু।

উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক, কালোবরণ মণ্ডল, কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক মণ্ডল সহ অন্যরা।

গলসিতে স্বামীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: স্বামীকে খুনের অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নিজেদের মধ্যে বচসার জেরে স্বামীর মাথায় ছোট গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে আঘাত করায় মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন স্বামী। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে গলসি থানার ভুঁড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীমোহনপুর গ্রামে। মৃতের নাম সন্তোষ কুমার মজুমদার ওরফে সুনীল মিস্ত্রি (৬২)। তিনি পেশায় কাঠ মিস্ত্রি। ঘটনায় অভিযুক্ত মৃতের স্ত্রী আইসিডিএস কর্মী শ্রীমতি মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মৃতার মেয়ে শর্মিলা বিশ্বাসের দাবি, 'মা আমার বাবাকে পছন্দ করতেন না। সাংসারিক জীবনে কোনও দিন শান্তি দেননি বাবাকে। আমার জীবনটাও নষ্ট করেছেন মা। বাবার ওপর খুব অত্যাচার করতেন। এই সমস্ত কারণে আমিও বিয়ের পর থেকে বাপের বাড়িতে আসতে পারতাম না। এখন বাবা মারা গিয়েছে শুনে এসেছি। জানতে পেরেছি বাবাকে মা মারধর করেছেন। তাতেই বাবা মারা গিয়েছেন। এইরকম মায়ের কোনও দরকার নেই আমার। আমি চাই, মায়ের যেন কঠোর শাস্তি হয়।'

জানা গিয়েছে, বাড়ির পাশেই কাঠের কাজ করতেন সন্তোষ বাবু। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সন্তোষ ও শ্রীমতির মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। এদিন সকালেও দু'জনের মধ্যে ঝামেলা হয়। এরপর সকাল আটটা নাগাদ সন্তোষবাবু রেশন এনে বাড়ির কাছেই তাঁর কাঠের দোকানে কাজ করতে চলে যান। সকাল ন'টা নাগাদ দোকানের কাছে আহত অবস্থায় সন্তোষবাবুকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনার পর সন্তোষবাবুর স্ত্রীকে খবর দেওয়া হলে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি ঘটনাস্থলে আসতে চাননি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে খবর দেন তাঁরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতের স্ত্রীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত তাঁর দোষ স্বীকার করেছেন। পাশাপাশি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

২ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: গলসি থানার অন্তর্গত ভুঁড়ি গ্রামে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। কী কারণে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী তা পরিবারের লোকের কাছে এখনও অজানা। মৃত ব্যক্তির নাম বামাচরণ বাগদি। জানা গিয়েছে, পরিবারের লোক রবিবার ভোর ৫টা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে দেখেন এই ঘটনা। অন্যদিকে মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি দেহ রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। মৃত ব্যক্তির নাম বাপন দাস। বাড়ি বড়নীলপুর জাগরণী সংঘ খেলার মাঠ এলাকায়।

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting e-tender for (i) Various Interior Works at different Floors of Joint Administrative Building, P&RD Office, HC-7, HC Block, Sector-III, Salt-lake, Kolkata-106 **(NIT No.-25/2023-24, Tender value Rs. 3,81,037.00)** & (ii) Interior Works at Lift Lobby & Administrative Secretary Room of 3rd Floor of Mrittika Bhavan, Sector-I, Salt-lake, Kolkata-64, **(NIT No.-26/2023-24, Tender value Rs. 5,71,764.00)**. The intending tenderers will have to collect the tender documents within 13.02.2024 Up to 18.30 hours by downloading through the website stated below - For details visit the website : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
ADMINISTRATIVE SECRETARY
WBCADC

BOLPUR MUNICIPALITY

Bolpur, Birbhum

(i) N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance/NIT-20/2023-24

Memo No. 3081/BM/2023-2024 Dated : 02.02.2024

Name of the Work- (1) Construction of C.C. Road from the H/O Rubiya Sultan to Byepass More & Construction of C.C. Drain infront of Sahida Bibi in Ward No. 17 under Bolpur Municipality. **(2)** Construction of Cement Concrete Drain from (i) H/O Ajit Nayek to Jyoti Prakash Banerjee (L-153m) (ii) Nitai Garai to Jyoti Prakash Banerjee to Subhas Bhakat (L-59m) at Nayekpara Ward No.- 21 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission : **21.02.2024**. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY

Bolpur, Birbhum

(i) N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Fianance/NIT- 21/2023-24

Memo No.- 3095/BM/2023-2024 Dated 03.02.2024

Name of the Work – (1) Installation of 3 Nos. Submersible pump within 80 mm dia and 72m depth ward no.- 07 under Bolpur Municipality. (2) Installation of 3 Nos. Submersible pump within 80 mm dia and 72m depth ward no. 21 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 17.02.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Howrah Municipal Corporation
Borough-II

43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888

e-Tender Notice

E-Tender No.: TN/008/AE/B-II/2023-24, Date: 05.02.2024

Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: **https//:wbtenders.gov.in** uploading (online) Start: **06.02.2024 at 06:00 PM**. Submission Closing (Online): **28.02.2024 at 06:00 PM.**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

নোটিশ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিসন), প্রথম আদালত।

সন ২০১৮ সালের ১৫০ নং আদার স্যুট মোকর্দ্দমা।

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতয়ালী থানার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি, সত্যজিৎ নগর সাকিনের সর্ববসাধারনগন ....প্রতি।

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনে বসবাসকারী অজিত কুমার ভট্টাচার্য্য গত ইং ১০.১২.১৯৮২ তারিখে নিখোঁজ হওয়ায় এবং এতাবৎ ফিরিয়া না আসায় সরকারী ভাবে তিনি মৃত বলিয়া ঘোষনা করিবার জন্য তাঁহার স্ত্রী ও দুই কন্যা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিসন) প্রথম আদালতে সন ২০১৮ সালে ১৫০ নং আদার স্যুট মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন।

উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী **ইং ১০.০৪.২০২৪** তারিখে দিন ধার্য্য আছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উক্ত ধার্য্য দিনে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

আদেশানুসারে-
সেক শাহাজাদা
সেরেস্তাদার-
সিভিল জজ(জুনিয়ার ডিভিসন),
পশ্চিম মেদিনীপুর। ১২/১২/২৩

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন—মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MEDINIPUR
TENDER NOTICE

Memo No. TGMCH/0171/2024 dt. 30.01.2024

e-NIQ is invited by the Principal from the reputed Agencies for procurement of Phaco Emulsification machine Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in. Last date of Bidding is 24/02/2024

Sd/-
Principal

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
অনন্যা উড প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	অনন্যা উড প্রা. লি.
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৮.১১.২০০৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U20200WB2005PTC106200
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	"রাইকভা" ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন ৫ম তল রুম নং ১০, থানা - বেলিয়াঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০২.০২.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	৩১.০৭.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অনিল আগরওয়াল আইবিবিআই রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ইউনিট নং ৫০৮, ৬ষ্ঠ তল, ১৮৬৫ রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৭ ইমেল : anil@avbassociates.co.in
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	অফিস - মৌসুমী কো অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১ম তল, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯, ইমেল আইডি - ananyawood.ibc@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬.০২.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে অনন্যা উড প্রা. লি.-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ০২.০২.২০২৪ তারিখে।
অনন্যা উড প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৬.০২.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অনিল আগরওয়াল
আইআরপি - অনন্যা উড প্রা. লি.
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
এএফএ বৈধ - ২০.১১.২০২৪ পর্যন্ত

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০২.২০২৪

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা**
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৩.০২.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/কার্যকরী দখলীকৃত ২৩.০২.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৭,২৬,৯১,৫৫২.০০ টাকা (সাত কোটি ছাব্বিশ লাখ একানব্বই হাজার পাঁচশ বাহান্ন টাকা)** পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., রেজি. অফিস : ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৬, ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ : জৈনাব খালিদ (প্রথম স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, **আইনি উত্তরাধিকারীগণ : ১) খালিকোয়া এবাদুল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **২) মদিহা এবাদুল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **৩) শিফা এবাদুল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **সকলের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হার্টেজ শ্রীজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বসকো স্কুলের নিকট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৪) মহ. সানাউল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, মুসলিম বস্তি, যতীনগড়, থানা - জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খন্ড - ৮৩৩২১৪ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৫) সাবিয়া রহমান,** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ১৯, ওস্তাদ এনায়েত খান এভিনিউ, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৬) সিদ্দিকা বানু,** প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহর মা, **ঠিকানা :** মৌলানাগোড়া, পো. এবং থানা - ছামপুয়া, কেওনঝড়, ওড়িশা - ৭৫৮০৪১ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : তানবীর এবাদুল্লাহ,** মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., ৩ মেহের আলি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১ : ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন : হোল্ডিং নং ১০৬, : ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬, (মেট্রো), : মৌজা : গোবরা, এরিয়া ২ কাঠা ৩০ বর্গফুট চার তলা ভবন এরিয়া কমবেশি ৬৪৯৬ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কালিদ এবাদুল্লা, (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং : ১-৯৪৫/১৯৯৫, রেজিস্ট্রিকৃত ২১ জুন ৯৫, জেলা সাব রেজিস্ট্রার -৩স আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য পরিমাণ : ১,১৯,৭৫, ০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ : ১১,৯৭,৫০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২৫,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)**

সম্পত্তি ২ : বসবাসের ফ্ল্যাট : একতলায় প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ , ৭০০০৮৬,(মেট্রো) : ১০২০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফিটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা লি, কোম্পানি, স্বত্ব দলিল নং ১-০৪৭৭, রেজিস্ট্রিকৃত : ৪ মার্চ ০৪, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য পরিমাণ :২৫, ৭২, ০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ২,৫৭,২০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১০,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলিকৃত।**

সম্পত্তি ৩ : বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য়তল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, ১২০০ বর্গফুট, খলিদ এবাদুল্লা (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৫০/২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত ১৩ নভে ০৬ তারিখে জেলা সাব রেজিস্ট্রার দক্ষিণ ২৪ পরগনা আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য পরিমাণ : ৩০,২৬,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ৩,০২, ৬০০.০০, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

সম্পত্তি ৪ : বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৪র্থতল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, (মেট্রো), : ৬০০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী : খালিদ এবাদুল্লা (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৪৯, রেজিস্ট্রিকৃত ১৭ নভে ০৬, অ্যাডি. রেজিস্ট্রার অব অ্যাস্যুরেন্স-১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য পরিমাণ : ১৫,৭৩০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ১, ৫৭,৩০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১০,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

সম্পত্তি ৫ : বসবাসের ভবন : হোল্ডিং নং ১০৬, মৌজা : গোবরা, ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৫৯, থানা : বেনিয়াপুকুর,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,৭০০০৪৬ (মেট্রো) : এরিয়া ২ কাঠা ২ ছটাক ২১ বর্গ ফুট, তদস্থিত নির্মাণ এরিয়া ১৩০ বর্গফুট দলিল অনুযায়ী (বর্তমানে চারতলা ভবন অবস্থিত), স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি জাইনব সুলতানা, মালিক, স্বত্ব দলিল নং : ১-০৬৬০/২০০৪, রেজিস্ট্রিকৃত ১৮ ফেব -০৪,অ্যাডি. সাব রেজিস্ট্রার-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল পরিমাণ : ২,৩৯,৫৯, ০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ : ২৩, ৯৫,৯০০০ টকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২৫,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৬.০২.২০২৪ — SARB FILE NO. 19522/JN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭ ১৩২৯৭

সম্পত্তি নং ১ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ২ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৩ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৪ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৫ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ০৫.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম ও ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬, ফোন: (০৩৩) ৪০২৫ ৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬)-এর বন্দোবস্তের সঙ্গে, অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতিকী/ বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে",** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **২১.০২.২০২৪ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা** পর্যন্ত নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বর্ধিত পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমান
১.	**মেসার্স চুড়িদার ঘরানা, স্বত্বাধিকারী-অরুণ কুমার সাহা, শ্রী অরুণ কুমার সাহা শ্রীমতী চন্দ্রাণী সাহা** স্বামী- শ্রী অরুণ সাহা বাসস্থান: ৩১২, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর, থানা- যাদবপুর, কলকাতা **শ্রীমতী রাধিকা রঞ্জন সাহা** বাসস্থান- ৩১২, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর, থানা-যাদবপুর, কলকাতা **শাখা: মুকুল বোস রোড**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট এবং আরটি শেড নির্মাণ কমবেশি ২০০ বর্গফুট এবং অবস্থিত মৌজা- চৌহাটি, জেএল নং ৭৬, আরএস নং ২৩৪, তৌজি নং ৭০ এবং ৭১, আরএস খতিয়ান নং ২৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৭০০ এবং ৫১২ এবং বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৩৫, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৫৭৯, ওয়ার্ড নং ২২, হোল্ডিং নং ৩০৬, নেতাজি ব্লক, থানা- সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং সংশ্লিষ্টস্থিত চলার পথ, নিকাশি, জল বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস সংযোগ প্রভৃতির সুবিধা সহ রেজিস্টার্ড **শ্রীমতি চন্দ্রাণী সাহার নামে** উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ৭৭২/২০১০, তারিখ ১৭.০১.২০০৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে-** বিমল সাহার ভবন, **দক্ষিণে-** ৮ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে-** শ্যামল চক্রবর্তীর ভবন, **পশ্চিমে** - রামকৃষ্ণ বাবু এবং অন্যান্যর খালি জমি সমন্বিত।	ক) বাস্তবিক খ) নেই গ) ২২০০০০০.০০ টাকা ঘ) ২২০০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50026358771 ছ) ৫৩৯৬৭৭৪.০০ টাকা তদুপরি ০৩/০২/২০২৪ থেকে সুদ, খরচ এবং চার্জ।
২.	**পূজা এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী- শ্রী দীনেশ যাদব) (এ/সি-৫০৫০৫২৮২৫৯২ এবং ৫০৫২০১৬৮১৮৬)** ঠিকানা- ৭৬/১৩, বেনারস রোড, থানা- বান্ত্রা, হাওড়া-৭১১১০১। **দীনেশ যাদব** পিতা- শ্রী বিশ্বকর্মা প্রসাদ যাদব ৩০/১ দশরথ ঘোষ লেন, পোঃঅঃ- সালকিয়া, থানা- ব্যাঁটরা, হাওড়া-৭১১১০১ **শাখা: ধর্মতলা স্ট্রীট**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১, ২য় তলে দক্ষিণ পূর্ব দিকে পরিমাণ আনুমানিক ৭৬৭ বর্গফুট এসবিইউ কমবেশি অবস্থিত হোল্ডিং নং পি/৫০/৭, বেনারস রোড, জেএল নং ৯, খতিয়ান নং ৪৫১, দাগ নং ৯৪৪, থানা- লিলুয়া (ব্যাঁটরা) পোঃঅঃ- দাশনগর, মৌজা- বেলগাছিয়া কিসমত, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার (এডিএসআর) হাওড়া, ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি উত্তরে সিঁড়ি এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট, দক্ষিণে ফাঁকা জায়গা, পূর্বে ফাঁকা জায়গা, পশ্চিমে অন্যান্যর ফ্ল্যাট সমন্বিত। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে-** এ কে দাসের ফ্যাক্টরি শেড, **দক্ষিণে-** রাজ কুমার জয়সওয়াল -এর তিনতলা ভবন, **পূর্বে-** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে-** অন্যান্য ফ্যাক্টরি শেড (হোল্ডিং নং পি-৫১, বেনারস রোড)।	ক) বাস্তবিক খ) নেই গ) ১৪৩৬০০০.০০ টাকা ঘ) ১৪৩৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50505282592 ছ) ১৩৮১০৭৪২.০০ টাকা তদুপরি ০৩/০২/২০২৪ থেকে সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৩.	**শ্রী দীনেশ যাদব** পিতা- শ্রী বিশ্বকর্মা প্রসাদ যাদব, ৩০/১ দশরথ ঘোষ লেন, পোস্ট- সালকিয়া, থানা- ব্যাঁটরা, হাওড়া-৭১১১০১ **শাখা : ধর্মতলা স্ট্রীট**	৩য় তলায় ফ্ল্যাট নং ১ যার পরিমাপ প্রায় ৭৬৭ বর্গফুট এসবিইউ কমবেশি এর হোল্ডিং নং পি/৫০/৭, বেনারস রোড জেএল নং ৯ -এ, খতিয়ান নং ৪৫১ এর অধীনে, দাগ নং ৯৪৪ থানা-লিলুয়ার অধীনে (ব্যাঁটরা), পোস্ট- দাশনগর, মৌজা- বেলগাছিয়া কিসমত, জেলা- হাওড়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ অতিরিক্ত জেলা, সাব রেজিস্ট্রার (এডিএসআর) হাওড়ার এখতিয়ারের মধ্যে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তর-** সিঁড়ি কেস এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট, **দক্ষিণ-** খোলা আকাশ, **পূর্ব-** খোলা আকাশ, **পশ্চিম-** অন্যান্য ফ্ল্যাট। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি: উত্তর-** এ কে দাসের কারখানার শেড, **দক্ষিণ-** রাজ কুমার জয়সওয়ালের তিনতলা বিল্ডিং, **পূর্ব-** ১৪ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, **পশ্চিম-** অন্য কারখানার শেড (হোল্ডিং নং-পি-৫১, বেনারস রোড)	ক) বাস্তবিক খ) নেই গ) ১৪৩৬০০০.০০ টাকা ঘ) ১৪৩৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50468471249 ছ) ১৩৮১০৭৪২.০০ টাকা তদুপরি ০৩/০২/২০২৪ থেকে সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৪.	**শ্রী উদয়াদিত্য চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী অদিতি চক্রবর্তী (সহ- ঋণগ্রহীতা)** ফ্ল্যাট নং ১এ এবং আইবি, ৮৮/৬ সমৃদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা ৭০০০১৪ **শাখা: কলকাতা টালিগঞ্জ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় দোতলা দুটি ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট নং ১এ ঢাকা এরিয়া ৬০০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি এবং ফ্ল্যাট নং ১বি, ঢাকা এরিয়া ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি উভয় ফ্ল্যাটের মোট ঢাকা এরিয়া ১২০০ বর্গফুট কমবেশি এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫০০ বর্গফুট কমবেশি সামনিধি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভবনের চাতালের সুবিধাদি ও পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত ভবন অবস্থিত পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ৮ ছটাক ১৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - কালুয়া, পরগনা - মাগুরা, জেএল নং ২২, আরএস নং ৩৩৬, তৌজি নং ৫৮, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৩৭৫, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস খতিয়ান নং ৯১৪, এলআর দাগ নং ৪৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৪৩৬, থানা-হরিদেবপুর, (পূর্বতন ঠাকুরপুকুর), এডিএসআর -বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ৮৮/৬, শ্রীজানি, কলকাতা- ৭০০১০৪, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৪৩, **ভবনের চৌহদ্দি: উত্তরে-** আরএস দাগ নং ৩৭৫ অংশ, **দক্ষিণে-** আরএস দাগ নং ৩৭৭, **পূর্বে-** আরএস দাগ নং ৩৭৬ এবং আরএস দাগ নং ৩৭৫, **পশ্চিমে-** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ সড়ক সমন্বিত।	ক) বাস্তবিক খ) নেই গ) ৩২১৫০০০.০০ টাকা ঘ) ৩২১৫০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB10024562334 ছ) ১৮৫৩২৬৪.০০ টাকা তদুপরি ০৩/০২/২০২৪ থেকে সুদ, খরচ এবং চার্জ।

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্মে ই-নিলামের তারিখ এবং সময়: **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi - ২১.০২.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত**
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং পরিষেবা প্রদানকারীর অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। **এমএসটিসির সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস জানার জন্য ibapiop@mstcecommerce.com** এবং ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

তারিখ: ০২.০২.২০২৪, স্থান: কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বিশাখাপট্টনম টেস্টে গিলের সেঞ্চুরির পর ‘বাজবলের’ সামনে সবচেয়ে ‘বড়’ চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘বাজবল’ (বেন স্টোকস অধিনায়ক ও ব্রেন্ডন ম্যাককালাম কোচ) শুরু হওয়ার পর জেতা ১৪টি টেস্টের ৮টিতেই রান তাড়া করেছে ইংল্যান্ড। রান তাড়ায় তারা ‘ভীত’ নয়, সেটি প্রমাণ করেছে আগেই। তবে সেই বাজবলের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ; বিশাখাপট্টনমে জয়ের জন্য ইংল্যান্ডকে করতে হবে ৩৯৯ রান। শুবমান গিলের সেঞ্চুরিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৫ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া ভারত স্টোকসের দলকে বড় একটা চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিয়েছে। সে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে বেন ডাকেটের উইকেট হারিয়ে ৬৭ রান নিয়ে দিন শেষ করেছে ইংল্যান্ড। ম্যাচ জিততে আরও ৩৩২ রান দরকার ইংলিশদের। ২৯ রানে অপরাজিত জ্যাক ক্রলির সঙ্গী ‘নাইটহক’ রেহান আহমেদ।

ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটি অবশ্য ‘বাজবল’-যুগেই; ২০২২ সালে এজবাস্টনে ভারতেরই দেওয়া ৩৭৮ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছিল দলটি। আর ভারতের মাটিতে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটি আবার ইংলিশদের বিপক্ষেই; ২০০৮ সালে স্বাগতিকেরা ছুঁয়ে ফেলেছিল ৩৮৭ রানের লক্ষ্য। এবার দুই রেকর্ডই ভাঙতে হবে ইংল্যান্ডকে।

সেই রেকর্ড রান তাড়ায় জ্যাক ক্রলি ও ডাকেট শুরুটা ইতিবাচকই করেন, ১০.৩ ওভারের মধ্যেই ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৫০ রান। তবে শেষ বেলায় সে জুটি ভাঙেন অশ্বিন। ডাকেট আরেকবার সামনে ঝুঁকে ডিফেন্ড করতে গিয়ে ক্যাচ দেন ক্লোজ ইনে, উইকেটকিপার শ্রীকর ভরত সামনে ডাইভ দিয়ে নেন দারুণ ক্যাচ। ইংল্যান্ড এরপর পাঠায় রেহানকে, দিনের শেষ ৩ বলে যিনি মারেন ২টি চার; এর মধ্যে একটিতে ইনসাইড এজ হতে গিয়ে বেঁচে যান, আরেকটিতে আউটসাইড এজে পান বাউন্ডারি।

এর আগে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের হাইলাইটস ছিল গিলের সেঞ্চুরি, যে ইনিংসটি গ্যালারিতে বসে দেখেছেন তাঁর বাবা। সর্বশেষ ১১ ইনিংস আগে ফিফটির দেখা পেয়েছিলেন তিনি, দলে জায়গা নিয়েও আলোচনা চলছিল। আজ সকালে নেমেছিলেন জেমস অ্যান্ডারসনের দুর্দান্ত ডেলিভারিতে রোহিত শর্মা বোল্ড হওয়ার পর, অ্যান্ডারসনের পরের ওভারে প্রথম ইনিংসের ডাবল সেঞ্চুরিয়ান যশস্বী জয়সোয়ালকেও ফিরতে দেখেন গিল। তবে প্রথম সেশন পুরোটা ইংল্যান্ডের হয়নি গিলের সঙ্গে শ্রেয়াস আইয়ারের ১১২ বলে ৮১ রানের জুটিতে।

সে জুটি ভাঙে স্টোকসের দারুণ এক ক্যাচে। টম হার্টলিকে তুলে মারতে গিয়ে মিসটাইমিং করে ফেলেছিলেন শ্রেয়াস, মিড অফ থেকে অনেকটা পেছনে ছুটে ডাইভ দিয়ে সেটি নেন কদিন আগেই হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করানো ইংল্যান্ড অধিনায়ক। রজত পাতিদার অবশ্য গিলকে সেভাবে সঙ্গ দিতে পারেননি, রেহানের নিচু হওয়া বলে উইকেটকিপার বেন ফোকসের হাতে ধরা পড়েন তিনি।

৬০ রানে বিরতিতে যাওয়া গিল এরপর অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে গড়েন ৮৯ রানের জুটি। দ্বিতীয় সেশনে সে জুটি ইংল্যান্ডকে হতাশ করে বেশ কিছুক্ষণ। শুরুতে গিল নড়বড়ে ছিলেন, ভাগ্যের সহায়তাও পান; ইনসাইড এজে বেঁচে যান এলবিডব্লু থেকে, যে রিভিউ তিনি নিয়েছিলেন ব্যাটিং সঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করে। স্লিপে ক্যাচও তুলেছিলেন, তবে ঠিক নাগাল পাননি রুট।

অ্যান্ডারসনের দারুণ বোলিংয়ে বাড়তি একজন পেসারের অভাব ইংল্যান্ড বোধ করেছে কি না, তারাই বলতে পারবে। তবে এদিন রুটের বোলিং পায়নি তারা, খেলা শুরুর আগে অনুশীলনে আঙুলে আঘাত পাওয়া রুট একই জায়গায় আবার চোট পান ফিল্ডিংয়ের সময়। এরপর উঠেই যান তিনি। তাঁর ব্যাটিংয়ের ব্যাপারে অবশ্য কোনো আনুষ্ঠানিক আপডেট জানানো হয়নি এখনো।

দ্বিতীয় সেশনে অবশ্য বেশ নিয়ন্ত্রিত ছিল গিলের ইনিংস, আক্রমণও করেন। ১৩২ বলে পূর্ণ করেন ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত শোয়েব বশিরকে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে ব্যাট-প্যাডের ছোঁয়ায় ধরা পড়েন ফোকসের হাতে, যে উইকেট ইংল্যান্ড পায় রিভিউ নিয়ে। হার্টলির বলে এরপর এলবিডব্লু হন অক্ষর, সে উইকেটও ইংল্যান্ড পায় রিভিউ নিয়ে। তবে চা-বিরতিতে ভারত যায় দারুণ অবস্থানে থেকেই, ৪ উইকেট হাতে রেখে তাদের লিড ছিল ৩৭০ রান।

বিরতির পর অবশ্য দ্রুত ২ উইকেট হারায় তারা, এরপরই ঢুকে যায় খোলসের মধ্যে। টেস্ট ইতিহাসে ১ ওভারে সর্বোচ্চ রান তোলা যশপ্রীত বুমরাকেও ঠিক ভরসা করছিলেন না রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ফল; ২৬ বল খেলে কোনো রান না করেই আউট বুমরা। অশ্বিন ৬১ বলে ২৯ রান করে অবশেষে ক্যাচ দেন ফোকসের হাতে, যিনি শুরুতে স্লিপে জ্যাক ক্রলির হাতে ক্যাচ তুলেও বেঁচে যান। ২৫৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়ে যায় ভারত, যে দিন তারা শুরু করেছিল ১৭১ রানে এগিয়ে থেকে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ৩৯৬ ও ৭৮.৩ ওভারে ২৫৫ (জয়সোয়াল ১৭, রোহিত ১৩, গিল ১০৪, শ্রেয়াস ২৯, পাতিদার ৯, অক্ষর ৯, ভরত ৬, অশ্বিন ২৯, কুলদীপ ০, বুমরা ০, মুকেশ ০*; অ্যান্ডারসন ২/২৯, বশির ১/৫৮, রেহান ৩/৮৮, রুট ০/১, হার্টলি ৪/৭৭)।

ইংল্যান্ড ২৫৩ ও ১৪ ওভারে ৬৭/১ (ক্রলি ২৯*, ডাকেট ২৮, রেহান ৯*; বুমরা ০/৯, মুকেশ ০/১৯, কুলদীপ ০/২১, অশ্বিন ১/৮, অক্ষর ০/১০)

তৃতীয় দিন শেষে।

কলম্বো টেস্টে চাচা, ভাতিজার ব্যাটে শ্রীলঙ্কাকে আফগানিস্তানের জবাব

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিন সংস্করণেই আফগানিস্তানের অপরিহার্য সদস্য হিসেবে ইব্রাহিম জাদরান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। সেই ইব্রাহিমের চাচা নুর আলী জাদরানের টেস্ট অভিষেক হয়েছে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই ম্যাচ দিয়ে।

দুই দিন আগে চাচা নুর আলীর হাতে ভাতিজা ইব্রাহিমই টেস্ট ক্যাপ তুলে দিয়েছিলেন। আফগান ইনিংসের শুরুটাও করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু প্রথম ইনিংসে চাচা-ভাতিজা জুটির স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ২ বল। ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই আউট হয়েছিলেন ইব্রাহিম।

তবে দ্বিতীয় ইনিংসে সেই চাচা-ভাতিজা জুটিই গড়েছেন ইতিহাস। ‘জাদরান পরিবারের’ সৌজন্যেই টেস্টের উদ্বোধনী জুটিতে প্রথমবার শতরান দেখেছে আফগানিস্তান। উদ্বোধনী জুটিতে সবচেয়ে বেশি ২৫৮ বল খেলার আফগান রেকর্ডও গড়েছেন ইব্রাহিম ও নুর।

তাতে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে লঙ্কানদের পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে আফগানরা। ১ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৯ রান তুলে ফেলেছে সফরকারীরা, তৃতীয় দিন শেষে লঙ্কানদের চেয়ে পিছিয়ে ৪২ রানে।

চাচা নুর আলী ৪৭ রানে আউট হলেও ইব্রাহিম টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম শতক তুলে নিয়ে অপরাজিত আছেন ১০১ রানে। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দিয়ে গেছেন রহমত শাহ। ইব্রাহিমের সঙ্গে আগামীকাল তিনি চতুর্থ দিন শুরু করবেন ৪৬ রান নিয়ে। দুজন ১৯৩ বলে ৯৩ রানের জুটি গড়ে ২২ গজে ভালোভাবেই থিতু হয়েছেন।

অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস ও দিনেশ চান্ডিমালের শতকে ৬ উইকেটে ৪১০ রান তুলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। তবে আজ তৃতীয় দিনে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আফগানিস্তান। এদিন আর ৮ ওভার খেলে মাত্র ২৯ রান যোগ করতেই অলআউট হয়েছে লঙ্কানরা।

আগের দিনের ২ উইকেটের সঙ্গে আজ আরও ২ উইকেট নিয়েছেন অভিষিক্ত আফগান পেসার নাভিদ জাদরান। অন্য উইকেটটি নিয়েছেন নিজাত মাসুদ।

নাভিদের বাউন্সারে বল হেলমেটে আঘাত হানলে আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন শ্রীলঙ্কার হয়ে অভিষিক্ত চামিকা গুনাসেকারা। ২০২২ সালে নিজের ওয়ানডে অভিষেকেও হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। এ ম্যাচে গুনাসেকারার আর খেলার সম্ভাবনা নেই। তাঁর পরিবর্তে কনকাশন বদলি নামেন পেসার কাসুন রাজিতা। তবে রাজিতা শুধু বোলিং করেছেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান ১ম ইনিংস ৬২.৪ ওভারে ১৯৮ (রহমত ৯১, নুর ৩১, কায়েস ২১, ইকরাম ২১; বিশ্ব ৪/৫১, আসিতা ৩/২৪, জয়াসুরিয়া ৩/৬৭)।

শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস ১০৯.২ ওভারে ৪৩৯ (ম্যাথুস ১৪১, চান্ডিমাল ১০৭, করুণারত্নে ৭৭; নাভিদ ৪/৮৩, মাসুদ ২/৭৬, কায়েস ২/৯৮)।

আফগানিস্তান ২য় ইনিংস ৭৫ ওভারে ১৯৯/১ (ইব্রাহিম ১০১*, নুর ৪৭, রহমত ৪৬* ; আসিতা ১/৩৫, ধনাঞ্জয়া ০/২২)

তৃতীয় দিন শেষে আফগানিস্তান ৪২ রানে পিছিয়ে।

অলরাউন্ডার অ্যাবটে সিরিজ জয় অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যাটিংটা ভালোই জানেন। গত বছর ইংল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে রেকর্ড ৩৪ বলে শতকও পেয়েছিলেন। সিডনিতে আজ অস্ট্রেলিয়ার হয়েও নিজের ব্যাটিং প্রতিভার জানান দিলেন শন অ্যাবট। ক্যারিয়ারসেরা ৬৯ রানের ইনিংস খেলে স্টিভ স্মিথ-মারনাস লাবুশেনদের ব্যর্থতার দিনে অস্ট্রেলিয়াকে টেনে তুলেছেন। এনে দিয়েছেন ২৫৮ রানের সংগ্রহ।

এরপর বল হাতে ৩ উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৭৫ অলআউট করতে বড় ভূমিকা রেখেছেন। তাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮৩ রানে হারিয়ে ৩ ম্যাচের সিরিজে ২-০ তে এগিয়ে গিয়ে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া।

২৫৯ রানের লক্ষ্যে প্রথম ৯ ওভারে ৩৪ রান তুলতেই ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর অধিনায়ক শাই হোপ ও কিসি কার্টি ৫৩ রানের জুটি গড়েন। এই জুটি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ম্যাচ ফেরায়।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং ইনিংসের শুরুটা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের দাপট দিয়ে। গত বছর অ্যাডিলেডে মার্শ কাপের ম্যাচে তাসমানিয়ার বিপক্ষে মাত্র ২৯ বলে শতক হাকিয়ে নজর কারা জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক অভিষেক ম্যাচে করেছেন ১০ রান।

প্রথম ওয়ানডেতে ৬৫ রান করা ইংলিস এদিন ফিরেছেন ৯ রানে। তিন নম্বরে নেমে গ্রিন বড় ইনিংসের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তবে তিনি ওশানে টমাসের বলে আউট হন ৩৩ রানে। স্মিথ করেছেন ৫ রান।

মারনাস লাবুশেন ও অ্যারন হার্ডিরাও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ব্যক্তিগত ২৬ রানে হার্ডি যখন আউট হন তখন অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ৭ উইকেটে ১৬৭। তবে এরপর অষ্টম উইকেটে সাদারল্যান্ডের সঙ্গে ৫৭ ও জাম্পার সঙ্গে ২৭ রানের জুটিতে অ্যাবট অস্ট্রেলিয়াকে ২৫৮ রান পর্যন্ত নিয়ে যান। গুড়াকেশ মোতি ২৮ রানে নেন ৩ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ৫০ ওভারে ২৫৮/৯ (ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ১০, ইংলিশ ৯, গ্রিন ৩৩, স্মিথ ২৬, লাবুশেন ২৬, শর্ট ৪১, হার্ডি ২৬, অ্যাবট ৬৯, সাদারল্যান্ড ১৮, জাম্পা ৮, হ্যাজলউড ৪; জোসেফ ৯-০-৭৪-২, ফোর্ড ৯-১-৩২-১, শেফার্ড ৮-০-৫০-২, টমাস ৪-০-৩৩-১, মোতি ১০-০-২৮-৩, রোস্টন ১০-০-৪০-০)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৩.৩ ওভারে ১৭৫ (অ্যাথানেজ ১১, গ্রিভস ৮, ওটলি ৮, হোপ ২৯, কার্টি ৪০, চেজ ২৫, শেফার্ড ৬, ফোর্ড ৭, জোসেফ ১৯, মোতি ৭*, টমাস ৭; হ্যাজলউড ৮, ০,৪৩,৩, হার্ডি ৮,২,২৭,১, অ্যাবট ১০,০,৪০,৩, সাদারল্যান্ড ৮,০,২৮, ২, জাম্পা ৯.৩,০,৩১,১)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ৮৩ রানে জয়ী।

ম্যান অব ম্যাচ শন অ্যাবট।

ইংল্যান্ড সিরিজে বিরাট কোহলির ফেরা অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক বর্তমানে পরিবার নিয়ে আছেন দেশের বাইরে। কোহলিকে পরের তিন টেস্টে ভারত পাবে কি না, সেটা এখনো অনিশ্চিত।

পরের তিন টেস্টে কোহলিকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে কোহলির সঙ্গে দ্রুতই বসবে ভারতের নির্বাচক কমিটি, সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের বরাত দিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো এই খবর দিয়েছে।

মাঠে ফেরার জন্য বোর্ড কোহলিকে কোনো চাপ দেবে না। তবে যেহেতু ভারতের বর্তমান দলের মিডল অর্ডার অভিজ্ঞ নয়, সে ক্ষেত্রে তারা কোহলির সঙ্গে বসবে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করছেন শ্রেয়াস আইয়ার, রজত পাতিদার, অক্ষর প্যাটেল, কে এস ভরত। চোটের কারণে এই টেস্টে নেই লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা। রাহুল তৃতীয় টেস্টে ফিরতে পারেন। তবে জাদেজার এই সিরিজে খেলা নিয়ে শঙ্কা আছে।

কোহলি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ থেকে ছুটি নেওয়ার পর গুঞ্জন উঠেছিল, তাঁর মা সরোজ কোহলি অসুস্থ। তবে কোহলির আইপিএলের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সতীর্থ ডি ভিলিয়ার্স জানিয়েছেন ভিন্ন তথ্য। তিনি জানিয়েছেন, কোহলি,আনুশকা দম্পতি দ্বিতীয় সন্তানের বাবা,মা হতে চলেছেন।

ডি ভিলিয়ার্স নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কোহলির ছুটির প্রসঙ্গ ধরে বলেছেন, ‘আমি জানি, সে ভালো আছে। সে তার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। এ কারণেই প্রথম দুই ম্যাচে সে খেলছে না। আমি এর বাইরে আর কিছু নিশ্চিত করছি না। ওকে ফিরতে দেখার অপেক্ষা করছি এখন। সে ভালো আছে। খুশি আছে।’

মেসিকে না খেলানোয় দর্শকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ইন্টার মায়ামির কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ হাজার হংকং ডলার দিয়ে টিকিট কিনে স্টেডিয়ামে ঢুকেছিলেন তাঁরা। প্রায় ১৪ হাজার টাকা খরচ করে তাঁরা দেখতে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসির খেলা। কিন্তু হংকংয়ের ফুটবল-ভক্তদের নিরাশ হতে হয়েছে। আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে যে হংকংয়ের নির্বাচিত একাদশের বিপক্ষে প্রাক্ -মৌসুম প্রীতি ম্যাচে ১ সেকেন্ডের জন্যও মাঠে নামাননি ইন্টার মায়ামি কোচ।

প্রিয় তারকার খেলা না দেখতে পেরে খেপে উঠেছিলেন কানায় কানায় পূর্ণ স্টেডিয়ামের ৩৮ হাজারের মতো দর্শক। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে মেসিকে মাঠে নামানোর দাবিতে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন তাঁরা। ম্যাচের শেষ ১০ মিনিটে তো হংকং স্টেডিয়ামে কান পাতা দায় হয়ে পড়েছিল। মেসি কেন খেলছেন না, সেটি নিয়েও রাগ ঝরানো স্লোগানও দেন তাঁরা। রেফারি যখন শেষ বাঁশি বাজালেন, সেই বাঁশির শব্দ চাপা পড়ে দর্শকের দুয়ো ধ্বনিতে।

শুধু কি মেসি, ইন্টার মায়ামির আরেক বড় তারকা লুইস সুয়ারেজকেও মাঠে নামায়নি দলটি। মেসির হ্যামস্ট্রিংয়ে সমস্যা আছে, সুয়ারেজের আছে হাঁটুর সমস্যা। এ কারণেই এ দুজনকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি ইন্টার মায়ামি।

কিন্তু ভক্তরা তা বুঝলে তো! তাঁরা তো খেলা দেখতে গিয়েছিলেন মেসি-সুয়ারেজদেরই। তাই ম্যাচ শেষে মার্কিন ক্লাবটির অন্যতম মালিক ডেভিড বেকহাম দর্শকদের ধন্যবাদ দিতে গিয়েও দুয়োর শিকার হলেন। ‘অবিশ্বাস্য সমর্থনের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ’; ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার বেকহাম যখন এ কথা বলছিলেন, ভক্তরা বুড়ো আঙুল নিচের দিকে রেখে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান।

বেকহামকে দুয়ো শুনতে দেখেই কিনা মেসিদের কোচ জেরার্দো মার্তিনেজ ক্ষমা চেয়ে নেন ভক্তদের কাছে। ম্যাচ শেষে মার্তিনো সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আমরা বুঝি যে লিও (মেসি) ও সুয়ারেজ না খেলায় ভক্তরা খুব হতাশ হয়েছেন। আমরা এটাও বুঝি অনেক দর্শক খুব বেশি হতাশ হয়েছেন, আমি তাঁদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা লিও ও লুইসকে কিছু সময়ের জন্যও মাঠে নামাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে অনেক বড় ঝুঁকি নেওয়া হতো।’

মেসি এর আগে সৌদি আরবের আল নাসরের বিপক্ষে মাত্র ৬ মিনিটের জন্য মাঠে নেমেছিলেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছাড়া খেলা সৌদি ক্লাবটি সেদিন মেসির ইন্টার মায়ামিকে হারায় ৬-০ গোলে। আজ হংকং একাদশকে ৪-১ গোলে হারানো ইন্টার মায়ামি মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নতুন মৌসুম শুরুর আগে আরও দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। বুধবার জাপানের ভিসেল কোবের বিপক্ষে খেলার পর ১৬ ফেব্রুয়ারি মেসির জন্ম শহর রোজারিওর ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজের বিপক্ষে খেলবে।

মেজর লিগ সকারের নতুন মৌসুম শুরু হবে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে।

আর কি ক্রিকেট খেলতে পারবেন বাংলাদেশের শাকির?

নিজস্ব প্রতিনিধি: জল্পনা তৈরি হয়েছে শাকিব আল হাসানের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে। চোখের সমস্যায় ভুগছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার। এক দিনের বিশ্বকাপের সময় থেকেই ব্যাট করতে সমস্যা হচ্ছে তাঁর। ঠিক মতো বল দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেট মহলের উদ্বেগের মধ্যে প্রথম বার মুখ খুললেন শাকিব। তিনি নিজেও ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে কার্যত অন্ধকারে।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলছেন শাকিব। তিনটি ম্যাচ খেলার পর সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন চোখের চিকিৎসা করাতে। তেমন সুফল পাননি অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার। একটি ম্যাচ খেলতে পারেননি শাকিব। দু’টি ম্যাচে ব্যাট করতে পারেননি। তিন ম্যাচে ব্যাট করেছেন। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে যথাক্রমে ২,২ এবং শূন্য রান। অর্থাৎ বিপিএলে অর্ধেক শাকিবকে পাচ্ছে রংপুর ফ্র্যাঞ্চাইজি। শনিবার নিজের সমস্যা নিয়ে প্রথম বার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন শাকিব। জানিয়েছেন সমস্যার কথা।

বিপিএলের শেষ ম্যাচে সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই আউট হয়েছেন শাকিব। তিনি বলেছেন, ‘‘সকলে আমাকে সাহায্য করছেন। যাতে আমি সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। আমার কোনও ধারনা নেই কত দিন লাগতে পারে। আর বার বার চোখের কথা বলা হচ্ছে। আমার কিন্তু চোখের কোনও সমস্যা নেই। সমস্যাটা ঠিক কী, সেটা খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে।’’ সংবাদ মাধ্যমে তাঁর চোখের সমস্যার প্রসঙ্গ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করেন শাকিব। এ নিয়ে কিছুটা বিরক্তিও প্রকাশ করেছেন তিনি।

নিজের খেলা নিয়ে কিছুটা আক্ষেপও শোনা গিয়েছে শাকিবের গলায়। বাংলাদেশের অধিনায়ক বলেছেন, ‘‘জীবনে প্রথম বার একটা দিক নিয়ে খেলছি। রংপুর রাইডার্সের জন্য খারাপ লাগছে। তারা আমাকে দলে নিয়েছে। অথচ আমি দলের হয়ে জন্য অর্ধেক কাজ করতে পারছি। তার পরেও দল যে ভাবে আমার পাশে রয়েছে, সে জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। এ রকম একটা ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলতে পেরে আমি গর্বিত। ওরা আমার পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছে। সব সময় পাশে থাকার চেষ্টা করছে।’’

বিপিএলের পরেই বাংলাদেশ সফরে আসার কথা শ্রীলঙ্কার। সেই সিরিজে কি খেলতে পারবেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার? কয়েক মাস পর রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। শাকিব বলেছেন, ‘‘কী হবে সেটা সময়ই বলে দেবে। দেখি পরিস্থিতি কেমন দাঁড়ায়। এই বিষয়টা নিয়ে কর্তাদের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।’’

গত বিশ্বকাপের সময় থেকে চোখের সমস্যায় ভুগছেন শাকিব। তাঁর রেটিনায় সমস্যা হয়েছে। ডাক্তারি পরিভাষায় শাকিবের সমস্যাটির নাম এক্সট্রাফোভিয়াল সেন্ট্রাল সেরিয়স কোরিয়োরেটিনোপ্যাথি। এটি স্নায়ুর সমস্যা। এই সমস্যায় দেখতে অসুবিধা হয়। শাকিবও ব্যাট করার সময় বল দেখতে পাচ্ছেন না ঠিক মতো। সব জায়গায় এই সমস্যার চিকিৎসার সুযোগ নেই। বিশ্বকাপের সময় ভারতে দু’জন চিকিৎসককে দেখিয়েছিলেন শাকিব। পরে দেশে ফিরে ঢাকায় দু’জন চিকিৎসককে দেখান। সমস্যা না কমায় বিপিএল শুরুর আগে লন্ডনে গিয়েছিলেন চোখ দেখাতে। সেখানকার চিকিৎসককে দেখিয়েও তেমন উপকৃত হননি। তাই বিপিএলের মাঝে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরেও গিয়েছিলেন শাকিব।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**